মানভূম সংবাদ

☎ 9434180792
9046146814
9932947742
Office- 7063894018

GOVT. OF INDIA RNI REGN. NO.71060/99

নিরপেক্ষ মানুষের নিজস্ব দৈনিক

www.manbhumsambad.com
manbhumsambad@gmail.com

২৬ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা	পুরুল্যা	৮ মে, ২০২৪, বুধবার	২৫ বৈশাখ, ১৪৩১	দাম ৩ টাকা	মোট পৃষ্ঠা ৮
26 yr 37 Issue	Purulia	8 May, 2024, Wednesday	25 Baishakh, 1431	Price- Rs.3.00	

চাকরি বাতিলে স্থগিতাদেশ জারি সুপ্রিম কোর্টের, অপেক্ষা জুলাইয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৭ মেঃ ২০১৬ সালের এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়ার ২৫৭৫৩ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশে আপাতত স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি জানালেন, এখনই চাকরি বাতিল করা হচ্ছে না। কেন স্থগিতাদেশ, তার ব্যাখ্যা দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বললেন, যদি যোগ্য এবং অযোগ্য আলাদা করা সম্ভব হয়, তা হলে গোটা প্যানেল বাতিল করা ন্যায্য হবে না। একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, আপাতত কাউকে বেতন ফেরত দিতে হবে না। তবে এসএসসির ২০১৬ সালের প্যানেলে যাঁরা চাকরি পেয়েছিলেন তাঁদের মুচলেকা দিতে হবে। পরে তাঁদের নিয়োগ 'অবৈধ' বলে প্রমাণিত হলে অযোগ্যদের টাকা ফেরত দিতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, সিবিআই যেমন অবৈধ নিয়োগ নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছিল, সেভাবেই তদন্ত চালিয়ে যাবে। তবে সুপারনিউমেরারি পদ তৈরি নিয়ে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে তদন্তে স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে। এই নির্দেশ অবশ্য চূড়ান্ত নয়। এই স্থগিতাদেশ অন্তর্বর্তিকালীন। ১৬ জুলাই এই মামলার চূড়ান্ত নির্দেশ ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের পর বিকাশ বলেন, "আপাতত স্থগিতাদেশ দিয়েছে। চাকরি বহাল থাকছে। ওদের একটা মুচলেকা দিতে হবে। সিবিআই তদন্ত চালিয়ে যাবে। কয়েক জন খুব লাফালাফি করছিল অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় করে। এটা রাজনীতির জায়গা নয়।" অন্য দিকে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, "রাজ্য সরকার বা তৃণমূল কংগ্রেস বার বার যে কথা বলছিল—মানবিকতার কথা, চাকরি না খাওয়ার কথা, তারই ইতিবাচক প্রতিফলন আপাতত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বোঝা যাচ্ছে।" পৃথকীকরণ যেখানে সম্ভব সেখানে শুধু যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। রাজ্য ও এসএসসি কেউ সেই পর্যায়ে নেই যে ভবিষ্যতের দুর্নীতি রুলড আউট করা যাবে? প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের। এক আইনজীবী প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে বলতে গেলে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বিচারপতিরা বললেন, আমরা তাঁর আচরণ নিয়ে কথা বলতে বসিনি। আইনজীবী অভিষেক মনুসিঙ্ঘভিও আদালতের কাছ থেকে দু'মিনিট সময় চান কিছু বলার জন্য। কিন্তু জবাবে প্রধান বিচারপতি বললেন, "আমরা সব পক্ষের বক্তব্য শুনেছি। এর পরে বিস্তারিত শুনানিতে বাকিটা শোনা হবে।" মনিন্দর সিংহ বলেন, "ওএমআর শিট মেলানো সম্ভব নয়"।

প্রার্থীদের হাতাহাতির সাক্ষীও থাকল বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৭ মেঃ লোকসভার তৃতীয় দফার ভোটে অশান্ত মুর্শিদাবাদ। বিক্ষিপ্ত ভাবে গন্ডগোল বেধেছিল জঙ্গিপুর এবং মালদহের দুই কেন্দ্রেও। চার কেন্দ্রের অনেকগুলি বুথে বাম-কংগ্রেস প্রার্থীদের মারধরের অভিযোগ ওঠে শাসকদল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। মালদহ দক্ষিণে আক্রান্ত হন খোদ শাসকদলের কর্মীরাই। তবে বেলা বাড়তে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। মঙ্গলবার প্রার্থীদের হাতাহাতির সাক্ষীও থাকল বাংলার তৃতীয় দফা চার কেন্দ্র মিলিয়ে একাধিক ভুয়ো ভোটার চিহ্নিত করে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। ভগবানগোলার উপনির্বাচনে গন্ডগোলের তেমন কোনও খবর পাওয়া যায়নি। বিকেল ৫টা পর্যন্ত মালদহ উত্তরে ভোট পড়েছে ৭৩.৩০ শতাংশ। মালদহ দক্ষিণে ভোট পড়েছে ৭৩.৬৮ শতাংশ। জঙ্গিপুরে ভোট পড়েছে ৭২.১৩ শতাংশ এবং ওই সময়ের মধ্যে মুর্শিদাবাদে ভোট পড়েছে ৭৬.৪৯ শতাংশ। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, বিকেল ৫টা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের চার কেন্দ্রে সামগ্রিক ভোটদানের হার ৭৩.৯৩ শতাংশ। ভগবানগোলা উপনির্বাচনে ভোট পড়েছে ৭৩.৬৮ শতাংশ। লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফায় চার কেন্দ্র মিলিয়ে বিকেল পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের কাছে মোট ৪৩৩টি অভিযোগ জমা পড়েছে। দলগত ভাবে অভিযোগ জমা পড়েছে ২৫৩টি। যার মধ্যে সিপিএমের অভিযোগ সব থেকে বেশি, ১৬৩টি। ভোটগ্রহণ শুরুর আগেই ডোমকলে কংগ্রেস সমর্থকের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে তৃণমূল সমর্থকদের বিরুদ্ধে।

উলুবেড়িয়ায় 'আটক' সন্দেশখালির মহিলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৭ মেঃ সন্দেশখালির ১১ জন মহিলা এবং দু'জন পুরুষকে আটক করা ঘিরে উত্তপ্ত হাওড়ার উলুবেড়িয়া। কেন আটক করা হল সন্দেশখালির বাসিন্দাদের, এই প্রশ্ন তুলে উলুবেড়িয়া থানা ঘেরাও বিজেপির। তার আগেই অবশ্য সকলকে ছেড়ে দেয় পুলিশ। সন্দেশখালিতে তৃণমূলের অত্যাচারের বিবরণ তুলে ধরতে সেখানকার কয়েক জন মহিলাকে দিয়ে গোটা রাজ্যে ঘুরে ঘুরে প্রচার করাচ্ছে বিজেপি। এই দলটি আগে বালুরঘাট লোকসভায় গিয়ে বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদারের হয়ে প্রচার করেছে। বীরভূমেও বিজেপি প্রার্থী পিয়া সাহার সমর্থনে সেখানকার মানুষকে তৃণমূলের কাণ্ড শুনিয়েছেন এই মহিলারাই। এ বার তাঁদের গন্তব্য ছিল হাওড়ার উলুবেড়িয়া। কিন্তু সেখানেই সমস্যা। সূত্রের খবর, সোমবার উলুবেড়িয়ার যদুবেড়িয়ার একটি বিয়েবাড়ি ভাড়া দেওয়ার হলে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল সন্দেশখালি থেকে আসা ১১জন মহিলা এবং দু'জন পুরুষের। কথা ছিল, উলুবেড়িয়ার বিজেপি প্রার্থীর হয়ে তাঁরা প্রচার করবেন। কিন্তু জানা গিয়েছে, ওই হলের মালিকই থানায় খবর দেন। অভিযোগ, পুলিশ সন্দেশখালির বাসিন্দাদের থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ জানায়, গোলমালের আশঙ্কায় সন্দেশখালির মহিলা, পুরুষদের থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে এক আইনজীবীর উপস্থিতিতে পুলিশ সন্দেশখালির ১১ মহিলা এবং দুই পুরুষকে ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন দেয়। তার পর তাঁরা থানা থেকে বেরিয়ে যান।

সুপ্রিম কোর্টে ন্যায় মিলেছে, আমি খুশিঃ মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৭ মেঃ এসএসসি মামলা নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছে, তাতে তিনি খুশি। এ জন্য সমগ্র শিক্ষক সমাজকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছেন আন্তরিক শ্রদ্ধা। নিজের এক্স হ্যান্ডলে এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "সুপ্রিম কোর্টে ন্যায় প্রাপ্তির পর আমি বাস্তবিকই খুব খুশি এবং মানসিক ভাবে তৃপ্ত। সামগ্রিক ভাবে শিক্ষক সমাজকে জানাই আমার অভিনন্দন এবং মাননীয় সুপ্রিম কোর্টকে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা।" সুপ্রিম কোর্টে এসএসসি মামলা শুনানি ছিল মঙ্গলবার। শীর্ষ আদালত কী রায় দেয়, সে দিকে নজর ছিল চাকরিপ্রার্থী এবং শিক্ষক মহল-সহ গোটা রাজ্যের। ২০১৬ সালের এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়ার ২৫,৭৫৩ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশে আপাতত স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি জানালেন, এখনই চাকরি বাতিল করা হচ্ছে না। কেন স্থগিতাদেশ, তার ব্যাখ্যা দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বললেন, যদি যোগ্য এবং অযোগ্য আলাদা করা সম্ভব হয়, তা হলে গোটা প্যানেল বাতিল করা ন্যায্য হবে না। তবে এই নির্দেশ চূড়ান্ত নয়। এই স্থগিতাদেশ অন্তর্বর্তিকালীন। ১৬ জুলাই এই মামলার চূড়ান্ত নির্দেশ ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, আপাতত কাউকে বেতন ফেরত দিতে হবে না। তবে এসএসসির ২০১৬ সালের প্যানেলে যাঁরা চাকরি পেয়েছিলেন তাঁদের মুচলেকা দিতে হবে। পরে তাঁদের নিয়োগ 'অবৈধ' বলে প্রমাণিত হলে অযোগ্যদের টাকা ফেরত দিতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, সিবিআই যেমন অবৈধ নিয়োগ নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছিল, সে ভাবেই তদন্ত চালিয়ে যাবে। তবে সুপারনিউমেরারি পদ তৈরি নিয়ে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে তদন্তে স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে। তবে এই নির্দেশ চূড়ান্ত নয়। এই স্থগিতাদেশ অন্তর্বর্তিকালীন। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে আবার 'সত্যের জয়' বলেই দেখছে তৃণমূল। বিজেপির মুখপাত্র তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য আবার একে রাজ্য সরকারের জয় বলে মানতে চাননি। তিনি এ-ও মনে করেন, দুর্নীতির আশঙ্কা শেষ হচ্ছে না।

আনন্দ সংবাদ

মানভূম সংবাদের প্রকাশনায়

'আমার মনে থাকা কথা'—বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'সময়ের অবলোকন' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জনপথে অন্নদাতা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'দিশাহীন পথে' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'পরিবীক্ষণ' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'অণ্বীক্ষা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

সাহিত্য সংস্করণ

'শিকড়হীন বৃক্ষ'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'ঝুমুরের ঝংকার'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জল ও জীবন'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
মানভূম মহালয়া-১৪২৯—সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

এই গ্রন্থগুলি মানভূম সংবাদ দপ্তর থেকে অথবা অনলাইনে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

শিল্প-বাণিজ্য

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে পারমাণবিক বোমার সঙ্গে তুলনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৭ মেঃ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই নিয়ে এবার শঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনী ও বিনিয়োগগুরু হিসেবে খ্যাত ওয়ারেন বাফেট। সিএনএনের সংবাদে বলা হয়েছে, নেব্রাস্কার ওমাহায় অনুষ্ঠিত বার্কশায়ার হাথাওয়ে কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় বাফেট প্রযুক্তির বিপদ নিয়ে পুরোদস্তুর সতর্কবাণী দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'মানবজাতি পারমাণবিক বোমা তৈরির মধ্য দিয়ে বোতল থেকে একটি দৈত্যকে ছেড়ে দিয়েছে; এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অনেকটা সে রকম। এআইয়ে দৈত্য বোতল থেকে অনেকটা বেরিয়ে গেছে।' 'ওমাহার জাদুকর' হিসেবে পরিচিত ওয়ারেন বাফেট অবশ্য স্বীকার করেন, যে প্রযুক্তি দিয়ে এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বানানো হয়েছে, সে বিষয়ে তাঁর জ্ঞান সামান্য। কিন্তু এর সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে তিনি শঙ্কিত। এআই পরিচালিত এক যন্ত্র দিয়ে সম্প্রতি তাঁর কণ্ঠ ও ছবি নকল করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, এই কণ্ঠ ও ছবি এতটাই বিশ্বাসযোগ্য ছিল যে সেটা দিয়ে তাঁর পরিবারকে সহজেই বোকা বানানো সম্ভব ছিল। বাফেটের ভয়, এ ধরনের জালিয়াতি ডালভাতে পরিণত হবে। শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশে বাফেট বলেন, 'আমি এই জালিয়াতিতে বিনিয়োগ করলে দেখা যাবে, এই শিল্পের প্রবৃদ্ধির হার সর্বকালীন রেকর্ড ভঙ্গ করবে।' ওয়ারেন বাফেট এআই নিয়ে সতর্কবাণী উচ্চরণ করলেও বার্কশায়ার হাথাওয়ে কোম্পানি ইতিমধ্যে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে এই প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু করেছে। তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে পরিচিত গ্রেগ আবেল বলেন, 'আশা করা যায়, এই প্রযুক্তি ব্যবহারের অন্যান্য সম্ভাবনা আছে।' তবে বার্কশায়ার কীভাবে এআই ব্যবহার করবে, সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত কিছু বলেননি। তবে এই প্রযুক্তি মানুষের কল্যাণেও ব্যবহার করা সম্ভব বলে ওয়ারেন বাফেট মনে করেন। তিনি বলেন, এই প্রযুক্তি দিয়ে যেমন মানুষের অপরিমেয় ভালো করা যায়, তেমনি খারাপও করা যায়। কিন্তু সেটা কীভাবে হবে, সে বিষয়ে তিনি অবগত নন বলে জানান বাফেট। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বলেছে, এআই-বিপ্লবের কারণে সারা বিশ্বের কর্মজগতে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। বিশ্বের ৪০ শতাংশ কর্মসংস্থানে তার প্রভাব পড়বে। ওষুধশিল্প থেকে শুরু করে আর্থিক খাত ও সংগীতশিল্পে ইতিমধ্যে এর প্রভাব পড়েছে। যেসব কোম্পানি এআই প্রযুক্তিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে, তাদের শেয়ারের দামও ফুলেফেঁপে উঠছে। চিপ কোম্পানি এনভিডিয়ার শেয়ারের দাম গত এক বছরে ২১৫ শতাংশ বেড়েছে; মাইক্রোসফটের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৩৪ শতাংশ।

সোনা (১০গ্রাম):	৭১৫২৫
রূপা (১ কেজি) :	৮১১২৪
ডলার (ইউ এস):	৮৩.৪৪

শেয়ার বাজারের হালচাল

সেনসেক্স—	৭৩৫১১.৮৫
নিফটি—	২২৩০২.৫০
ন্যাসডাক—	১৬৩৩৬.২৮
এ.সি.সি—	২৪৪০.০০
ভারতী টেলি—	১২৮২.৭৫
ভেল—	২৮০.২০
এল এন্ড টি—	৪৪৮৮.৪৫
টাটা মোটর্স—	৯৮৮.২০
টি.সি.এস.—	৩৯৭৪.০৫
টাটা স্টিল—	১৬৪.২০
ডাবর—	৫৫৯.০৫
গোদরেজ—	৮৭৪.৪০
এইচ.ডি.এফ.সি.—	১৫০৬.৪০
আই.টি.সি.—	৪৪০.৪০
ও.এন.জি.সি.—	২৭৩.৫০
সিপলা—	১৩৮৮.০০
গ্রাসিম ইন্ডা—	২৪০৪.০০
এইচ.সি.এল.টেক—	১৩৩০.৭৫
আইসিআইসিআইব্যাঙ্ক—	১১৩১.৭৫
সেল—	১৫৬.১৫
স্টেট ব্যাঙ্ক—	৮০১.৯৫
সিমেন্স—	৬০৭৪.১০
ফাইজার—	৪২৩৭.৯৫
ইউনিটেক—	১০.৪৫
উইপ্রো—	৪৬৩.৪৫
ডা. রেড্ডি—	৬২৭৭.১০
মারুতি—	১২৩৬৭.১০
র‍্যানবক্সি—	৮৫৯.৯০
অ্যাক্সিস ব্যাংক—	১২২৮.৪৫
টি সি আই—	৮৭৬.০০
মহানগর টেলি—	৩৫.৯০
ম্যাঙ্গালোর রিফা—	২১৪.৮৫
আই পি সি এল—	৪৮৩.১০

অস্থির বাজারে সতর্ক লগ্নিকারী, নজর ভোটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৭ মেঃ বাজার এখন বড় অস্থির। সকালে ভাল উত্থান তো বিকেলেই পতন। আগের লেনদেনে ৬০০ পয়েন্ট নেমে যাওয়ার পরে গত সোমবার সেনসেক্স এক লাফে বেড়েছিল ৯৪১। পরের দু'দিনে আরও ৬০ মতো ওঠার পরে শুক্রবার ফের গোত্তা খেয়ে পড়ে যায় ৭৩৩। অথচ ওই দিন সকালের দিকে সূচক যথেষ্ট তেজী ছিল। ৪৮৪ পয়েন্ট বেড়ে ছুঁয়ে ফেলেছিল ৭৫,০৯৫। কিন্তু তার পরেই ১৬২৭ পয়েন্টের ধস নামে কিছুটা অপ্রত্যাশিত ভাবেই। দিনের শেষে সেনসেক্স থিতু হয় ৭৩,৮৭৮ অঙ্কে। নিফ্‌টি সে দিন লেনদেন চলাকালীন উচ্চতার নতুন শিখরে পা রেখেছিল। কিন্তু ধরে রাখতে পারেনি। এই অস্থির বাজারে অনেক লগ্নিকারী বুঝতে পারছেন না ঠিক কী করা উচিত। গত সপ্তাহে ভাল রকম বেড়েছে বাজারের অস্থিরতা সূচক বা ইন্ডিয়া ভোলাটিলিটি ইনডেক্স (ভিক্স)। শুক্রবার ৮.৭২% বেড়ে তা পৌঁছেছে ১৪.৬২-তে। ভিক্স বৃদ্ধির অর্থ, অনিশ্চয়তা বাড়ছে কিংবা বার বার তা ফিরে আসছে। প্রশ্ন হল, যে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার গত অর্থবর্ষের তিনটি ত্রৈমাসিকেই ৮% পেরিয়ে গিয়েছে, সেখানে অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি বা সামান্য কমেও আবার ফিরে আসার কারণ কী? বিশেষত গত কয়েক মাস ধরে খুচরো বাজারে মূল্যবৃদ্ধিও একটু একটু করে মাথা নামাচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটের উপর ভাল থাকা সত্ত্বেও এত সব অনিশ্চয়তার কারণে বাজার একটু বাড়লেই এক শ্রেণির লগ্নিকারী হাতের শেয়ার বিক্রি করে লাভ ঘরে তুলে নেওয়াকে বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করছেন। তবে একটু বড় মেয়াদে বাজার সম্পর্কে আশাবাদী অনেক বিশেষজ্ঞই। কারণ, অনিশ্চয়তার কয়েকটি সাময়িক। সেগুলি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলে আশা, সূচক ফের নতুন উচ্চতায় পাড়ি দেবে। অর্থাৎ বাজারের তেমন বড় পতনের আশঙ্কা অনেকেই করছেন না। নির্বাচনের ফলাফল বেরোতে আর এক মাসও বাকি নেই। তত দিন পর্যন্ত বাজার কিছুটা চঞ্চল থাকতে পারে। আগামী ৪ জুন ভোট গণনার পরে সূচকের গতিপথ অনেকটাই নির্ধারণ করবে সেই ফলাফল। ভারতীয় অর্থনীতি এবং বাজারের প্রতি আস্থা থাকায় নির্বাচনী অস্থিরতা সত্ত্বেও মে মাসে বাজারে শেয়ার ছেড়ে টাকা তোলার (নতুন ইসু) পথে হাঁটবে বিভিন্ন সংস্থা। ১০,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূলধন সংগ্রহ করতে চায় তারা। অর্থাৎ বিভিন্ন দফায় নির্বাচন চলার পাশাপাশি চলতে থাকবে একগুচ্ছ নতুন ইসু-ও। এদের মধ্যে থাকতে পারে গো ডিজিট জেনারেল ইনশিয়োরেন্স (আনুমানিক ৩৫০০ কোটি টাকা) ও আধার হাউজ়িং (আনুমানিক ৩০০০ কোটি টাকা)। এপ্রিলে রেকর্ড জিএসটি আদায়। নতুন অর্থবর্ষের প্রথম মাসেই জমা পড়েছে ২,১০,২৬৭ কোটি টাকা। গত মাসে কারখানা থেকে ৩.৩৮% বেশি গাড়ি বিক্রেতা বা ডিলারদের শো-রুমে বিক্রির জন্য পাঠানো। এপ্রিলে খুচরো বাজারে ৯.৮% হারে গাড়ির বিক্রি বৃদ্ধি। নির্বাচনের পরে দেশে শক্তিশালী স্থায়ী সরকার গঠনের আশা। যা বাস্তবে মিলে গেলে ভারতের শেয়ার বাজার আরও চড়বে। ফল আশানুরূপ না হলে সাময়িক পতনের আশঙ্কাও বহাল। বিদেশি লগ্নিকারীদের নজর। ভারতের বাজারে তারা এখন যতটা না শেয়ার কিনছে, তার থেকে বেশি বিক্রি করছে। কিন্তু এ দেশের আর্থিক বৃদ্ধি তাদের উৎসাহ কেড়ে নেয়নি।

আজকের দিন

আজ ৮ মে

১৭৯৪ ফ্রান্সের বিশিষ্ট রসায়নবিদ লিভোইসিয়ার এই দিনে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বিপ্লবের নেতাদের চক্ষুশূল হয়ে ওঠেন তিনি। ফলে তাঁদেরই আদেশে তাঁকে গিলোটিনে চড়ানো হয়। অক্সিডেশন এবং কম্বাশন বিষয়ে তাঁর আবিস্কার সর্বজনের স্বীকৃতি পেয়েছিল। তাঁর পুরো নাম ছিল অ্যান্তনে লরেৎ লিভোইসিয়ার। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৭৪৩ সালে। **১৮৫৪** কেবল মারফৎ বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য ব্যবস্থা চালু করার সূচনা হয় এই দিন। অ্যাটলান্টিক কেবল কোম্পানি নামে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু হয় এই সময় থেকে। এইটি কেবল যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রথম একটি ব্যবসায়িক উদ্যোগ। পরে অবশ্য এর মারফৎ টেলিগ্রাফ পদ্ধতি এবং টেলিফোন পদ্ধতি চালু হয়। এমনকি নদীর উপর কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেতু নির্মাণের পর কেবলের প্রসার দরকার হত। **১৯৪৫** সারা ইউরোপ জুড়ে এই দিন বিজয় দিবস পালন করা হয়। আগের দিন অর্থাৎ ৭ মে জার্মান বাহিনী মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটল। বাশিয়াব রাষ্ট্রপ্রধান যোশেফ স্তালিন, আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধান রুজভেল্ট এবং ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল এই আত্মসমর্পণের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বত্র বিজয় দিবস পালনের ডাক দেন।

বিজ্ঞাপনের যোগাযোগের ঠিকানা

ফাল্গুনি মাহান্তি, বাঁকুড়া, ফোন- ৯৪৩৪৩৯৩১৮২

বিনয় রায়, বাঘমুন্ডি, ফোন: ৯৭৩২১৭৪৮৭২/৭৬০২৩৪৫১৫০

আশীষ ব্যানার্জী, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ফোনঃ ৯৭৩২১৩৯৩৩৫

রবীন্দ্রনাথ বল, নেতুড়িয়া, ফোন: ৯৯৩৩৪১৪৩১৭

শব্দজাল- ৫৯৩৩

১	২	■	৩	৪	■	৫	■
৬		■	■	৭	৮		
■	৯		১০	■		■	■
১১		■		■	১২	১৩	■
■	১৪	১৫	■	১৬	■	১৭	
■	■		■	১৮			■
১৯	২০		২১	■	■	২২	২৩
■		■	২৪		■	২৫	

পাশাপাশিঃ- (১) নিরন্ন (৩) এই ফলটি রান্না করেও খাওয়া যায় আবার পাকলেও আমরা খাই (৬) কাগজ পরিমাপের একক (৭) শাকান্ন (৯) মনে পড়া (১১) এতো অনুসরণ করেই চলে (১২) দিবস (১৪) মহিমা (১৭) শরম (১৮) মুসলমানদের গলায় ঝোলে (১৯) অভিসন্ধি (২২) এওতো এক ক্ষ্যাপা (২৪) নবনী (২৫) ইনি রক্ষা করলে মারার সাধ্য কার। **উপরনীচঃ-** (১) গাদা বা অনেক (২) তুঘলকি পনার লোক (৪) বৃত্তি (৫) দ্যুতি / ছটা (৮) দীর্ঘদিন জেলে বন্দী আসামী (১০) এখানকার রাজা ছিলেন মেঘনাধ পিতা। (১৩) নাবালিকার বিয়ে (১৫) জমি চষার যন্ত্র বিশেষ (১৬) বাবা / জন্মদাতা (২০) তীর (২১) অটবি (২৩) --- অরি পারি যা কৌশলে।

উত্তর - ৫৯৩২

পাশাপাশি ঃ- (১) করকমল (৫) খেদ (৬) তামিল (৭) লীলাক্ষেত্র (৯) ঠিকানা (১০) হাজির (১২) রনপা (১৬) বীনা (১৭) শাহজাহান।
উপরনীচ ঃ- (১) কদলী (২) কর্মক্ষেত্র (৩) লতা (৪) হলফনামা (৮) মহাকরন (১১) তরতাজা (১৩) নবীন (১৫) পাশা।

আজকের দিন

বেনীমাধব শীলের মতে

২৫ বৈশাখ, ভাঃ ১৮ বৈশাখ, **৮ মে** ২৫ বহাগ, ১৫ বৈশাখ বদি, ২৮ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪। **বুধবার,** অমাবস্যা দিবা ঘ ৮।৪৮ মিঃ। ভরণীনক্ষত্র দিবা ঘ ১।৫৬ মিঃ। সৌভাগ্যযোগ সন্ধ্যা ঘ ৬।২৬ মিঃ। নাগকরণ, দিবা ঘ ৮।৪৮ গতে কিস্তুঘ্নকরণ, রাত্রি ঘ ৭।৫৭ গতে ববকরণ। **জন্মে**—মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ঘ ১।৫৬ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা। **মৃতে**—দোষ নাই। **যোগিনী**- ঈশানে, দিবা ঘ ৮।৪৮ গতে পূর্ব্বে। **কালবেলাদি**- ঘ ৯।১৯ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১১।৩৪ গতে ১১।১১ মধ্যে। **কালরাত্রি**-২।১৯ গতে ৩।৪২ গতে পূর্ব্বেও নিষেধ। **যাত্রা**-নাই, দিবা ঘ ১।৫৬ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**- দিবা ঘ ৯।৫৭ গতে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন গোবিক্রিয়াদি। **বিবিধ**- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডণ।

আপনার ভাগ্য

মেষ-উদ্দেশ্য। **বৃষ**-অর্থব্যয়। **মিথুন**-হতাশা মুক্ত। **কর্কট**-গুণীজন সঙ্গ। **সিংহ**- মনঃকষ্ট। **কন্যা**- পাওনা আদায়। **তুলা**-পিতৃবিরোধ। **বৃশ্চিক**- সৎবন্ধু লাভ। **ধনু**- সেবায় ব্যস্ত। **মকর**-বিড়ম্বনা। **কুম্ভ**- প্রসংশিত। **মীন**-ঋণযোগ।

আগামীকাল

মেষ-অনর্থপাত। **বৃষ**-আশান্বিত। **মিথুন**- প্রাপ্য আদায়। **কর্কট**-স্নায়ুপীড়া। **সিংহ**-কর্ত্তব্যে ত্রুটি। **কন্যা**- চিত্তচাঞ্চল্য। **তুলা**-বিরোধ। **বৃশ্চিক**- কর্ম্মে সুখ্যাতি। **ধনু**- বেদনাহত। **মকর**-যকৃতের সমস্যা। **কুম্ভ**- অর্ধাগম। **মীন**-মানসিক ক্ষতি।

জেলায়-জেলায়

‘ভুয়ো’ এজেন্ট ধরলেন সেলিম, বাম-প্রার্থীকে শুনতে হল ‘গো ব্যাক’ স্লোগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৭ মেঃ মঙ্গলবার সকাল থেকেই উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদ। তৃতীয় দফায় এদিন বাংলার চার কেন্দ্রে হচ্ছে ভোটগ্রহণ। তার মধ্যে রয়েছে মুর্শিদাবাদ। এখানে বাম প্রার্থী মহম্মদ সেলিম। তিনি এদিন মুর্শিদাবাদের গোপীনাথপুরে ৩৬ নম্বর বুথে এক ‘ভুয়ো’ এজেন্ট ও ভোটারকে হাহেনাতে ধরে ফেলেন। অভিযোগ, বুথ থেকে ওই এজেন্টকে কলার ধরে বের করে দেন সেলিম। এদিকে, অভিযোগ উঠেছে, এক তৃণমূল কর্মীকে মারধর করেছেন সেলিম। কেশবপুর অবৈতনিক বিদ্যালয়ের বুথ থেকে আরও এক ‘ভুয়ো’ এজেন্টকে ধরেন সেলিম।

প্রসঙ্গত, রানিনগর ৩৪ নম্বর বুথে সিপিএমের এজেন্টকে মারধর করে বের করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পান মহম্মদ সেলিম। মার খেয়ে ওই এজেন্ট কলাবাগানে লুকিয়ে পড়েন। এর পরই ইসলামপুরের গোপীনাথপুরে বুথে হাজির হন সেলিম। কলার ধরে ভুয়ো এজেন্টকে টেনে বের করেন সেলিম। ওই ভুয়ো এজেন্টকে শেষ অবধি গ্রেপ্তার করা হয়। এরপরই পাহাড়পুর পঞ্চায়েতের লোচনপুরে অশান্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়। অভিযোগ, বিক্ষোভের মুখে পড়েন মুর্শিদাবাদের সিপিএম প্রার্থী মহম্মদ সেলিম। তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা তাঁকে ঘিরে ‘গো ব্যাক’ স্লোগান দেয় বলে অভিযোগ। পাল্টা ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন সেলিমও। মুর্শিদাবাদের সিপিএম প্রার্থীর বিরুদ্ধে তৃণমূলের বুথ সভাপতিকে মারধরের অভিযোগও উঠেছে। যদিও সেলিমের দাবি, লোচনপুরে বুথে অবৈধ জমায়েত করা হয়েছে। পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই একজনকে আটক করা হয়েছে। এই ঘটনায় জেলাশাসককে পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। এদিকে, রানিনগর এলাকার একাধিক বুথে তৃণমূল এজেন্টকে ঢুকতে না দেওয়া এবং তৃণমূল সমর্থকদের বুথে পৌঁছাতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বাম-কংগ্রেস জোট সমর্থকদের বিরুদ্ধে।

কালবৈশাখী ঝড়ে নিহত পরিবারগুলিকে সমবেদনা মুখ্যমন্ত্রীর, দিলেন সাহায্যের আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ মেঃ গ্রীষ্মের দাবদাহ দীর্ঘদিন সহ্য করার পর সোমবার রাত থেকে মুক্তির বৃষ্টি শুরু হয়। আর যত না বৃষ্টি হয়েছে তার চেয়ে বেশি বাজ পড়েছে। অঝোর ধারায় বৃষ্টি কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যেই দেখা দেয়। তার সঙ্গে ঝোড়া হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। কালবৈশাখীর এই তুমুল দাপটে প্রাণ গেল ৯ জন মানুষের। এই ঘটনার পর আজ, মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিহত মানুষজনের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানালেন। একই সঙ্গে দুঃখপ্রকাশ করলেন। আজ নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এই গোটা বিষয়টি নিয়ে পোস্ট করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

এই কালবৈশাখীতে একদিকে গরম থেকে স্বস্তি মিলেছে মানুষজনের অপরদিকে তার জেরে প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে। উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরে মৃত্যু হয় দু’জনের। পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ায় বিদ্যুতে খুঁটি উপড়ে মৃত্যু হয় একজনের। পুরুল্যাতে বজ্রঘাতে প্রাণ গিয়েছে আরও দু’জনের। পূর্ব বর্ধমানে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরে দু’জনের মৃত্যু হয়েছে। মোট ১০ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। তবে মুখ্যমন্ত্রী ৯ জন মানুষের মৃত্যুর খবর উল্লেখ করেছেন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে। আজ মঙ্গলবার তৃতীয় দফার নির্বাচন চলছে। এই আবহে দুঃখপ্রকাশ এবং সমবেদনা নিহত পরিবারগুলিকে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী শুধু সমবেদনা জানিয়ে ক্ষান্ত থাকেননি। নিহত পরিবারগুলিকে এই অকাল প্রয়াণের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন এক্স হ্যান্ডেলে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, ‘অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা যে, বজ্রপাত এবং বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ৯ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। পাঁচজন পূর্ব বর্ধমান এবং দু’জন করে পশ্চিম মেদিনীপুর ও পুরুল্যার মানুষ মারা গিয়েছেন। নদিয়ায় দু’জন দেওয়াল চাপা পড়ে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় গাছ পড়ে একজন মারা গিয়েছেন। আমাদের জেলা প্রশাসন সারারাত কাজ করেছেন বিপর্যয় মোকাবিলার ধাঁচে। তাঁরা সমস্তরকম সাহায্য এবং এক্স গ্রাশিয়া পৌঁছে দেবে গাইডলাইন অনুযায়ী। স্বজন হারানো বাংলার পরিবারগুলিকে আমার গভীর সমবেদনা জানাই।’

‘রাস্তা দেয়নি, সেতু দেয়নি, ভোটও পাবে না’, ভোট দিতে গেলই না গ্রামের কেউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ, ৭ মেঃ রাস্তা নেই, ব্রিজ নেই! আগে সেসব করে দিক, তারপর ভোট। এমনই স্লোগান উঠল মালদহ উত্তরের হবিবপুর ব্লকের মঙ্গলপুরা গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায়। মঙ্গলপুরা গ্রামপঞ্চায়েতের রাধাকান্তপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়-এ ১২২ নম্বর বুথ। এখানে প্রায় সাড়ে ১৩০০ ভোটার। সকাল ৭টা থেকে এখনও এই ভোটকেন্দ্রে ভোট পড়েছে শূন্য।

এ ঘটনার খবর পেয়ে ১২২ নম্বর বুথে নির্বাচন কমিশনের তরফে আসেন সদর এস ডিও-সহ হবিবপুর ব্লকের বিডিও। ভোটদানের জন্য আবেদনও করেন তাঁরা। তবে ভোটাররা নিজেদের দাবিতে অনড়।

ভোট ঘোষণার বহু আগে থেকেই দেখা গিয়েছে, জায়গায় জায়গায় পথের দাবি কিংবা জলের দাবি, সেতুর দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন গ্রামের মানুষ। পরে অনেক ক্ষেত্রেই বুঝিয়ে ভোট দেওয়ানোর ব্যবস্থা করে প্রশাসন। তবে মঙ্গলপুরার ১২২ নম্বর বুথের বাসিন্দাদের সাফ দাবি, দিনের পর দিন ভোটের প্রচারে এসে নেতারা আশ্বাস দেন, সব পাবে। অথচ ভোট মিটলে কারও দেখাটুকু মেলে না। কথা শোনার কেউ থাকে না আর। তাই মঙ্গলবার গ্রামের মহিলা, পুরুষ নির্বিশেষে গ্রামের পথে বসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ভোট দেবেন না। এদিকে প্রিসাইডিং অফিসার থেকে বুথের এজেন্ট, সকলে হাজির। সমস্ত ব্যবস্থা থাকলেও দুপুর অবধি কোনও ভোটার যাননি।

প্রবল ঝড়ে ভাঙল ছাদের চাঙড়, মৃত্যু বৃদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৭ মেঃ ঝড় বৃষ্টিতে বাড়ির ছাদ ভেঙে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। ঘটনাস্থল হাওড়ার কোনা। পুলিশ সূত্রে খবর, কোনার চৌধুরীপাড়ার বহু পুরানো বাসিন্দা বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (৮০)। স্ত্রী মমতা চৌধুরী (৭০) কে নিয়ে থাকেন। চৌধুরী দম্পতি যে দোতলা বাড়িতে থাকেন, তা ১৫০ বছরের পুরানো। দু’জনেই বয়সজনিত কারণে অসুস্থ। সোমবার বিকালের পর ভয়াবহ ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়। সেই দুর্যোগই ডেকে আনে বিপদ। স্থানীয় সূত্রে খবর, রাতে বাড়ির দোতলায় স্বামী এবং স্ত্রী দু’টি পাশাপাশি ঘরে শুয়েছিলেন। দুর্যোগের মাঝে ঘরের ছাদের চাঙড় মমতাদেবীর মাথায় ভেঙে পড়ে। এরপরই রক্তক্ষরণ এবং মৃত্যু বলে জানা গিয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে তাঁর স্বামী ঘুম থেকে উঠে দেখেন বিছানায় ছাদের ভাঙা অংশের স্তূপে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন স্ত্রী। সঙ্গে সঙ্গে তিনি খবর দেন তাঁর দুই বিবাহিত মেয়েকে। তাঁরাও বাড়িতে ছুটে আসেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় লিলুয়া থানার পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর ও দমকল কর্মীরা। ওই মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

মাঠের মধ্যে পড়ে মহিলার নিথর দেহ, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ৭ মেঃ মাঠের মধ্যে পড়ে রয়েছে ব্যাগ। আর ঠিক তার পাশে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছেন মহিলা। পরনে সালোয়ার কামিজ। শরীরে নেই প্রাণ। আর সকাল-সকাল এইভাবে মহিলার দেহ পড়ে থাকতে দেখে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, আজ সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা মাঠের আলে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। সালোয়ার-কামিজ পরা মহিলা উপুড় হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর পাশে একটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখা যায়। এরপর এলাকাবাসী পাণ্ডুয়া থানায় খবর দেয়। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে জানান, বজ্রপাতের ফলে মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। তবে ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে। এ দিকে, ঘটনার খবর পেয়ে হুগলির বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায় পাণ্ডুয়া থানায় যান। সেখানে পুলিশ আধিকারীকদের সঙ্গে কথা বলেন। তারপর যেখানে মৃতেদহ পড়েছিল সেই মাঠে যান। গ্রামবাসীদের সঙ্গেও কথা বলেন। লকেটের অভিযোগ, “পুলিশ বলছে বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু ঘটনা তা নয়, পুলিশ কিছু তদন্ত করেনি। আমি আসব শুনে মৃতদেহ তুলে নেওয়া হয়েছে। মৃতদেহ কী করে আগে সরিয়ে দেবে সেই কাজ করেছে পুলিশ। মহিলার পরিচয় এখনো বের করতে পারেনি। এটা নিছক দুর্ঘটনা নয়, ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে।” একই সঙ্গে তিনি বলেন, “সঠিক তদন্ত না হলে বিজেপি আন্দোলনে নামবে।”

গৃহবধূকে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ৭ মেঃ বিয়ের পর থেকে পণের দাবিতে অত্যাচারের অভিযোগ, লাগাতার মারধর, রাতে মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে রোজ স্ত্রীর গায়ে হাত। আর বাঁচা হল না হাড়োয়া থানার অন্তর্গত কুলগাছি গ্রামের বাসিন্দা ২৩ বছরের মধুমিতা সর্দারের। যদিও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের দাবি হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছে মধুমিতা। যদিও মধুমিতার বাবার বাড়ির লোকজনের দাবি স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদ মিলে বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছে তাঁদের মেয়েকে। ঘটনায় ইতিমধ্যেই হাড়োয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে মেয়ের বাড়ির লোকজন।

চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার কুলটি গ্রাম পঞ্চায়েতের চৌধুরী গ্রামে। এই চৌধুরী গ্রামের অনুপ মণ্ডলের সঙ্গে ৬ বছর আগে বিয়ে হয় মধুমিতার। তাঁদের একটি পুত্র সন্তানও রয়েছে। ইতিমধ্যেই পুলিশ অনুপ ও তাঁর মাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। অন্যদিকে মৃতার ময়নাতদন্তের তোড়জোড়ও চলছে।

ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন মৃতার বাবা। শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে কাঠগড়ায় তুলে বলেন, “নির্যাতন করে ফেরে ফেলেছে ওরা। বারবার টাকার দাবি করত। টাকা না দিলে মারধর করা হতো। খেতে দেওয়া হতো না। বাড়িতে আটকে রাখত। এদিন ওদের বাড়ি থেকে ফোন করে বলা হয় আপনার মেয়ের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। কিছুক্ষণ পরে বলছে মারা গিয়েছে। আমাদের ধারনা বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছে। ৬ বছর হয়েছে ওদের বিয়ে হয়েছে। ৪ বছর হল নির্যাতনের পরিমাণ বেড়ে যায়। আমরা ওদের ফাঁসি চাই।”

আমাদের কথা, আমাদের ভাষায়

সম্পাদকীয়

সাইন বোর্ড হলেও জেতার স্বপ্ন

স্বপ্ন দেখতে কোন বাধা নেই। যে কেউ যে কোন ধরণের স্বপ্ন দেখতে পারেন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারেন, ধনী হওয়ার স্বপ্নও দেখতে পারেন। স্বপ্ন দেখা বাস্তবে তা হওয়া দুটোর মধ্যে বিস্তর ফারাক। কেউ স্বপ্ন দেখছেন ২০৪৭ সালে ভারত বিকশিত দেশ হবে। কেউ বলছেন বাংলায় বামপন্থীরা ফিরে আসবে। কেউ বলছেন এবারকার ভোটে কোন দল নয়, জিতবে নির্দল। কংগ্রেস যা বলছে, সিপিএমও তাই বলছে। বিজেপি বলছে আমরা জিতেই আছি, তৃণমূল বলছে আমাদের হারায় কে। হাতের পাঁচ সন্দেশখালিও বিজেপির কাছ থেকে যায় যায়। বাজারে ভিডিও বেরিয়ে গেছে। সেখানে বলা হচ্ছে সন্দেশখালির ঘটনা সব সাজানো। ওই ভিডিও সম্পর্কে এখনও কোন তদন্ত হয়েছে বলে জানা যায়নি। তদন্ত হবে কিনা তাও জানা নেই। একটি বিষয় সবাই জেনেছেন সন্দেশখালির ঘটনায় মাইলেজ চাইছে সব কটি দল। যারা ক্ষমতা দখল করতে চায় তারা সবার আগে, তার পেছনে পেছনে আছেন কংগ্রেস নেতা ও তার পেছনে সিপিএম নেতারা। এই একটি ক্ষেত্রে বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম মিলে মিশে একাকার। জনসংযোগ আছে কিনা, কর্মী আছে কিনা, কর্মীদের সাথে নেতাদের যোগাযোগ আছে কিনা তারই ঠিক নেই অথচ তারা বলছে এবার তৃণমূলকে হারাবে। বিজেপিকে হারাতে চাইছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। কংগ্রেসে যারা দাঁড়িয়েছেন তাদের মুখ থেকে যত না বিজেপি সম্পর্কে শোনা যাচ্ছে তা থেকে বেশী শোনা যাচ্ছে তৃণমূল সম্পর্কে। বাংলায় কংগ্রেস ও সিপিএমের শত্রু কে বিজেপি নাকি তৃণমূল তাও বোঝা যাচ্ছে না।

যারা ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে বিধানসভায় প্রবেশাধিকার পেল না তারা বলছে তৃণমূলকে হারাবে। কি করে বিশ্বাস করা যায়। বহরমপুরের কংগ্রেস নেতা এমন মন্তব্য করেন যা থেকে মনে হবে তিনি বিজেপির ঘরের লোক। তার সঙ্গে যত শত্রুতা তৃণমূল কংগ্রেসের। হবে নাই বা কেন। তৃণমূল কংগ্রেসে যারা এসেছে সবাই প্রায় কংগ্রেস থেকে এসেছে। কংগ্রেস সাইন বোর্ড তৈরী হয়েছে, তৃণমূল ফলে ফুলে ভরে উঠেছে। এতটাই ভরেছে বিজেপির মত একটি শক্তিশালী দলকে২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে ঘর ঢুকিয়ে দিল। ২০০ আসন জিতব বলে দিব্বি খেয়ে যারা এসেছিল তারা ২০০ তো দূরের কথা ১০০ তেও পৌঁছাতে পারল না। অথচ হাজার হাজার কোটি টাকা প্রচারে শ্রাদ্ধ করল। টাকা তো আর রোজগার করতে হয় না। অন্যকে রোজগার পাইয়ে দিয়ে দল কমিশন পায় সেই কমিশনের টাকায় বিমান, হেলিকপ্টার, গাড়ি ছুটতে থাকে। নিজের পয়সা হলে মায়া দয়া হত। যারা জনগণের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন তারা যখন জয়ের আশা করে সেটা অনেকটা স্বপ্ন দেখার মতই। সেই স্বপ্ন সফল হবে কিনা আগামী দিনে জানা যাবে।

সকল কর্তব্যকর্মের নাম যজ্ঞ

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

ভগবান বিবস্বানকে উপদিষ্ট কর্মযোগ

তাৎপর্য হল তার দ্বারা জড়তাকে গ্রহণ করা হবে না, বরং পরমাত্মাকেই গ্রহণ করা হবে।

যেমন মানুষের দৃষ্টি যখন গহনার দিকে, তার নাম, রূপ, আকৃতি, ওজন, দাম, ব্যবহারের দিকে যায় তখন তার দৃষ্টি সোনার প্রাধান্যের দিকে দৃষ্টি পরমাত্মার দিকে যায় না। যদি সে দৃঢ়তার সঙ্গে এই কথা মেনে নেয় যে 'কোনো কিছুই নেই' তাহলে তার দৃষ্টিতে সংসারের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অবিদ্যমান হয়ে যাবে এবং 'সব কিছু পরমাত্মা' এটি অনুভূত হবে। তাৎপর্য হল তার দৃষ্টিতে সংসার থাকবে না, থাকবেন পরমাত্মা—'**বাসুদেবঃ সর্বম্** (গীতা ৭।১৯)। এইটিই হল বাস্তব।

যেমন, যে মানুষ সোনাকে জানে সে সোনা এবং গহনা দুটিকেই জানে। তেমনই পরমাত্মতত্ত্বকে জানেন যে তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ তিনি সত্তাযুক্ত পরমাত্মা (প্রাপ্ত)-কেও জানেন আবার সত্তারহিত (প্রতীতি)-কেও জানেন—

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। উভয়োরবি দৃষ্টোহন্তস্ত্বনযোস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।(গীতা ২।১৬)

'অসতের ভাব (সত্তা) বিদ্যমান নেই এবং সৎ-এর অ-ভাব বিদ্যমান নেই। তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ এই দুটিরই শেষ অর্থাল তত্ত্ব দেখেছেন।'

অ-সৎ (প্রতীতি)-এর দুটি বিভাগ—শরীর এবং সংসার। শরীরকে সংসারের সেবায় সমর্পিত করা হল 'কর্মযোগ' এবং সংসারের সুখ চাওয়া হল 'জন্মমরণযোগ'। **ক্রমশ...**

'ঠাকুর বাঁধের উপকথা'

বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

পূর্ব প্রকাশিতের পর

জীবন থেমে থাকে না,চলমান,চলতেই থাকে। চন্দ্রপুরে নিমু বোস্টমের পরিবারের জীবনও চলতে থাকে। নিমু আর একা নন। চন্দ্রপুরে তার সাথে স্ত্রী, কন্যা ও নাতি রয়েছে। আয়ের সুত্র বলতে গ্রামে নাম গান করে পয়সা, কড়ি, চাল, কলা, চিড়া, গুড় যা গ্রামের লোক হাতে তুলে দেয়। জিনিসপত্র তখন সস্তা দরেই পাওয়া যেত। শাক সব্জি কিনতে হত না। গ্রামের ভেতরে সব কিছুই পাওয়া যেত। তেলের ঘানি ছিল, গোয়ালার ঘরে দুধ পাওয়া যেত, আখ চাষে গুড় হত, গ্রামেই চিড়া কুটা হত। এমনিতে কোন অভাব থাকার কথা নয়, ছিলও না।

গ্রামে মাত্র তিনটি পরিবার এমন ছিল যাদের বাড়ির মহিলাদের বাইরের পুকুরে যেতে হত না। নিজেদের বেড়ের মধ্যেই ছোট পুকুর ছিল বড় মাপের কুয়ো ছিল। বাকি সবাইকে পানীয় জল ও অন্যান্য প্রয়োজনে জল আনতে একটু দূরের পুকুর ও বহাল জমিতে স্থিত দাড়িতে যেতে হত। নিমুর স্ত্রী কন্যাকেও সেই দূরের পুকুর ও দাড়িতে যেতে হত। বাকি পরিবার যা করে তাই এদেরকেও করতে হত তাতে অসুবিধা ছিল না। অসুবিধা দেখা দিল কয়েক মাস পর।

গোলাপ যখনই পুকুরে স্নান করতে যায় তখনই মোড়ল বাড়ির একটি যুবক গিয়ে পুকুর পাড়ে হয় বসে থাকে আগে থেকেই নয় চলে আসে পিছু পিছু। গোলাপ ভয়ে ভয়ে আসা যাওয়া করে। একা আর পুকুরে যেতে চায় না। বাড়ির কাউকে কিছু জানায় নি।

গোলাপ দেখতে সুন্দরী শুধু নয়, রূপসী বলা। শরীরের সৌন্দর্য যে কোন যুবককে আকর্ষিত করবেই। দেখলে মনেই হবে না তার সন্তান আছে। উদ্ধত যৌবনা সুন্দরী ললনা গোলাপের পিছু নেবে কোন যুবক এতে আশ্চর্যের কি। কিছু নেই। গোলাপের সৌন্দর্য দূর থেকে আস্বাদন করা আর গোলাপ বুকে টেনে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করা দুটোর মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। মোড়লরা কলু জাতের। বোস্টমরা জলশুদ্ধ। প্রভেদ আছেই।গ্রামে জাতপাত নিয়ে সমস্যা ছিলই তখনকার সমাজে। বোস্টম মেয়ে গোলাপকে কলুর ছেলে বিমলের ভাল লাগবে এটা গ্রামের লোক মেনে নেবে না। গোলাপ আগে থেকেই সাবধান হতে চায়। তার জীবনে যা হয়ে গেছে তার পুনরাবৃত্তি যেন না হয় সেদিকে তার দৃষ্টি ছিলই। তাই আর একা পুকুরে যায় না সে। যখন দেখে গ্রামের অনেক মহিলা যাচ্ছে তখন সেও যায়। ফলে মোড়ল বাড়ির ছেলে বিমল পিছু নেওয়ার সাহস করে না। বিমলকে আর পুকুরের দিকে আসতে দেখা যায় না।

গোলাপ একা পুকুর যাচ্ছে না বলে বিমল তার সাথে দেখা করতে পারবে না তা তো নয়। ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। পুকুর নয় তো কি হবে,বাড়িতে তো থাকবেই, সেখানেই যাবে বিমল। বিমলদের বাড়ি থেকে চারটি বাড়ি পেরোলেই গোলাপদের বাড়ি। সেটা কোন দুরত্বই নয়। বিমল তক্কে তক্কে থাকে কখন বাড়িতে গোলাপ একা থাকে। তার মা যখন পুকুরে যাবে সেই সময় গোলাপের সাথে দেখা করবে এবং প্রথম দিনই প্রেম নিবেদন করে তার মন নেওয়ার প্রয়াস চালাবে। যদি তাতে কাজ না হয় তবে অন্য রাস্তা ধরবে।

নিমু বোস্টম সকালবেলা বাইরে চলে যান। ফিরে আসেন। সেই বিকেলে। নিমুর স্ত্রী প্রতিদিন দুপুরবেলা পুকুরে যান। প্রায় এক ঘন্টা সময় লাগে বাড়ি ফিরতে। বাড়িতে একা গোলাপ। উপযুক্ত সময় সেটাই। বিমল সময় বুঝে দুপুরে যখন গ্রামের কুলহিতে কেউ থাকে না হাজির গোলাপের কাছে। গোলাপকে সোজাসুজি বলে বসে,সে তাকে পছন্দ করে। গোলাপ তা শুনে হকচকিয়ে যায় এবং তাকে চলে যেতে বলে, না গেলে লোক জড়ো করবে সে। বিমল তা শুনে সেদিন চলে গেল ঠিকই তবে তার জিদ চেপে গেল।

গোলাপ বুঝতে পারল মোড়ল বাড়ি বড় লোকের বাড়ি। তাদের বাড়ির ছেলে যখন একবার নজর দিয়েছে সে সুযোগ বুঝে আবার আসবে। তার বাবা ফিরে এলে এই কথাগুলো বলে দেবে। বাবা যা বলবেন সেই মত চলবে গোলাপ। সন্ধ্যা বেলা নিমু বাড়ি ফিরলে গোলাপ এক ঘটি জল এগিয়ে দেয় এবং সব ঘটনা বলে দেয়। নিমু চুপ করে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপর বলেন, ঠিক আছে দেখি কি করা যায়।

পরের দিন নিমু কাউকে কিছু না বলে যেমন প্রতিদিন সকালে বেরিয়ে যান তেমনই গেলেন। তবে সেদিন চলে গেলেন সোনাদহ গ্রামে কারক বাড়িতে। গিয়ে দেখেন বলে বড় বাবু বাড়িতে নেই। তিনি বড় গিন্নিকে কাছে পেয়ে সব কথা খুলেই বললেন। তা শুনে তিনি নিমুকে বলেন, গোলাপকে এই বাড়িতে দিয়ে যাও। তোমাদের কোন ভয় নেই। আমি ওকে রেখে নেব। কোন অসুবিধা নেই। তবে গ্রামে বলবে ও শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। এখানে আছে তা বলবে না। নিমু তা শুনে খুশি মনেই গ্রামে ফিরে এলেন। গিন্নিমা যেমন বলেছেন তেমনই করলেন। গোলাপ ও তার শিশু সন্তানকে নিয়ে চলে গেলেন সোনাদহ গ্রামে। সেখানেই তাদের রেখে এলেন এক প্রকার নিশ্চিন্ত হয়েই।

১৬

গোলাপ সোনাদহের কারক বাড়িতে এসেছে ফিরে। বাধ্য হয়েই সে এসেছে। এই বাড়ির কর্তা এবং গিন্নিসহ বাড়ির সব সদস্যই গোলাপকে ভালবেসে ফেলেছে। সে যে অন্য পরিবার থেকে এসেছে তা বুঝতেই দেন নি। তাই গোলাপ যেন তার নিজের বাড়িতেই এসে গেছে মনে করেই শিশুপুত্রকে নিয়ে আনন্দে থাকার চেষ্টা করছে। তার বাবা কারক বাড়িতে কেন গোলাপকে রেখে গেল সে সব গিন্নিমাকে বুঝিয়ে বলেছেন। গিন্নিমা আগের ঘটনা সব জানেন তাই তখনকার সমস্যাও বুঝে গেলেন।

(পরবর্তী অংশ পরের বুধবার)

Owner: Manbhum Sambad Publication Pvt. Ltd., Printer, Publisher - VIVEKANANDA TRIPATHY, Published from Dulmi Nadiha, District-Purulia-723102(W.B.) and Printed from Vitec Printo, Ranchi Road, Purulia - 723101, W.B., **Editor - Vivekananda Tripathy**

সত্ত্বাধিকারী: মানভূম সংবাদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী কর্তৃক দুলমি, নডিহা, জেলা - পুরুলিয়া ৭২৩১০২ পঃবঃ থেকে প্রকাশিত ও ভাইটেক প্রিন্টো, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, পঃবঃ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদক - বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী**

সাহিত্য-সংস্কৃতি

বৈশাখ ও রবীন্দ্রনাথ

অরিন্দম ঘোষ

পৃথিবী তার মেরুরেখার ওপর একবার ঘুরপাক খেলে সম্পূর্ণ হয় একটি দিন-রাত। এমনি দিন-রাতের মালা গেঁথে গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ ইত্যাদি ঋতু পরিক্রমা শেষ করে ঘুরে আসে এক একটি বছর। আসে নতুন বছর— নববর্ষ। আসে বৈশাখ। একটু অন্য প্রসঙ্গের আর ইতিহাসের দৃষ্টান্তমূলক অবতারণা না করলে অসম্পূর্ণ পর্যায় একটা থেকে যাবে।

সম্রাট আকবরের রাজত্বের চল্লিশতম বছরে ওই সালটির ১৫১৭ অব্দ চলছিল। সম্ভবত এই প্রাচীন সালটিই আমাদের বর্তমান বাংলা সনের উৎস। জ্যোতিষী গণনায় যে সম্পর্ক যুক্ত হয়েছিল তার প্রতিটি মাসের নামেই রাখা হয়েছিল এক একটি নক্ষত্রের নামে। যে নক্ষত্রে পূর্ণিমার অস্ত হয়, সে নক্ষত্রের নামানুসারেই প্রতিটি মাসের নামকরণ রাখা হয়। আর বিশাখা নক্ষত্রযুক্ত মাসের নাম হয়েছিল 'বৈশাখ'। জীবনের এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে উত্তরণের সঙ্গেই নববর্ষের উৎসব জড়িত নয়। বৈশাখের সংস্কৃতি আমাদের জীবন-সাহিত্য ও বাঙালি জীবনে জড়িয়ে পড়ে ওতপ্রোতভাবে।

বাংলার "নববর্ষ" সময়ে মাস হিসাবে "বৈশাখ", আর "গ্রীষ্মকাল" তখন প্রকৃতি নিদারুণ দাবদাহে দগ্ধ হতে থাকে। কাজেই কৃষিজীবী মানুষের মনে ভয়ভীতি, উত্তপ্ত পৃথিবী নবজলধারায় স্নিগ্ধ হবে কি না, ফসল ফলবে কি না। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে গাওয়া হতো সূর্যবঞ্চনার গান।

সময়টা ছিল মে ১৮৬১– ৭ আগস্ট ১৯৪১; ২৫ বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দ; বিশ্বকবির এই বাংলায় মহা আগমন। তার সাথে এই সময়ের যেন ছিলো এক বৈশাখী সখ্যতা। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নিজে যেন এক মহা বৈচিত্র্যময় ঋতু সৌন্দর্যের কবি। তাঁর ঋতু-সাহিত্যে যে বৈচিত্র্য দেখা যায়, তা শুধু আকাশে-বাতাসে, মেঘে-বর্ষণে, ফুলে-পল্লবেই প্রকাশ পায় এমন নয়, সে বৈচিত্র্য মানুষের শৈশব-কৈশোর, যৌবন-বার্ধক্যেও সমান। ঋতুর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একদিকে দেখেছেন তার কঠোর রূপ, অন্যদিকে দেখেছেন রস-কোমলতা, সৃষ্টির স্নিগ্ধতা। দারুণ গ্রীষ্মে একদিকে যেমন 'প্রখর তপন তাপে, আকাশ তৃষায় কাঁপে, বায়ু করে হাহাকার', তার পরেই সেখানে আসে চাঁপাফুলের ছোঁয়া, বকুলমালার গন্ধ।

বৈশাখের রুদ্রতা ও কোমলতা দিয়ে তিনি কামনা করেছেন সমস্ত গ্লানি দূর করে পবিত্র ও নির্মল এক পৃথিবীর। রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলায় ষড়ঋতুর ব্যবহারিক দিকটাই তৎকালীন কবিদের কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছিল, আলাদাভাবে ঋতুবৈচিত্র্য বর্ণনার প্রয়াস তেমন একটা দেখা যায়নি। রবীন্দ্রনাথ সেই বাঁধা পথে না গিয়ে ব্যক্তিগত অনুভূতির স্পর্শ নিয়ে এসেছেন। ফলে প্রকৃতিগাথা হয়ে উঠেছে জীবন্ত।

রবীন্দ্রনাথের গানে প্রতিটি ঋতু যেন তাদের নিজ নিজ চিত্র, ধ্বনি, বর্ণ ও গন্ধ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এ গানগুলো যেন বাংলার প্রকৃতির চিরকালের মর্মবাণী। তাঁর অন্যান্য গানের মতো প্রকৃতির গানেও তিনি বিশ্ববোধ ছড়িয়ে দিয়েছেন। 'কুসুমে কুসুমে' তিনি তাঁর অন্তরাত্মার 'চরণচিহ্ন' দেখেছেন, তাঁর আগমনে পৃথিবীর বুকে 'আকুলতা ও চঞ্চলতা' অনুভব করেছেন। 'আকাশভরা সূর্য তারা' এবং 'বিশ্বভরা প্রাণের' মাঝখানে 'বিস্ময়ে' নিজেকে আবিষ্কার করেছেন। প্রতিটি ঋতু একেকটি দার্শনিক তাৎপর্য নিয়ে রবীন্দ্রসংগীতে উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রীষ্মের গানে দারুণ দাহনবেলার রসহীনতার চিত্র যেমন আঁকা হয়েছে, বৈশাখী ঝড়কে তেমনি জীর্ণতার অবসানে নতুনের আগমনের পূর্ব সংকেতরূপে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রভাবনায় বৈশাখী ঝড় কেবল বাইরের প্রকৃতিতেই আসে না, হৃদয়ের ভেতরেও সে ঝড় তোলে। গ্রীষ্মের মধ্যে তিনি একদিকে দেখেছেন এর কঠোর রূপ, বৈরাগীর বেশ, অন্যদিকে তার রস-কোমলতা ও সৃষ্টির স্নিগ্ধতায়ও মুগ্ধ হয়েছেন। গ্রীষ্ম কবির কাছে এক মহান পরম কল্যাণকারী শান্তিময় দূত। তাই কবি ধ্বংসের মধ্যেও শুনতে পান শান্তির কল্যাণমন্ত্র। পূর্বে উল্লেখিত যে, রবীন্দ্রনাথ ঋতু সৌন্দর্যের কবি। তাঁর ঋতু সাহিত্যে প্রকৃতি যেমন প্রতিভাত হয়, সেইরকম মানব জীবনের প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই। ঋতুর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একদিকে দেখেছেন কঠিন-কঠোর রূপ তো অন্যদিকে দেখেছেন পরম কোমলতা। অর্থাৎ গ্রীষ্মের মধ্যে একদিকে দেখেছেন এর রূদ্ররূপ, বৈরাগীর প্রলয়নাচন আর অপরদিকে শান্তিময় মধুর স্নিগ্ধতা। সেই কারণে মনের "অন্তরস্থল" থেকে অন্য এক উদ্দীপনা সৃষ্টিশীল হয়ে এক অনন্য বার্তা প্রদান করে:-

'হে বৈরাগী, করে শান্তি পাঠ.
উদার উদাস কণ্ঠ যাক ছুটে দক্ষিণে ও বামে-
যাক নদী পার হয়ে, যাক চলি গ্রাম হতে গ্রামে,
পূর্ণ করি মাঠ।'

তবে কবি ও প্রকৃতি প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ কিভাবে গ্রীষ্মের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন তার পরিচয় রয়েছে ১৩০৬ বঙ্গাব্দতে তাঁর অনবদ্য রচনা 'বৈশাখ' কবিতায়-

''হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!
ধুলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল, ''...

তবে একটা ব্যাপার এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে কবিতায় বর্ষা, বসন্ত, শীত, হেমন্তকে সম্বোধন করেছেন, বর্ণনা করেছেন ঋতু নামেই, কিন্তু গ্রীষ্মের গানে কোথাও 'গ্রীষ্ম' বলে সম্বোধন নেই, সর্বত্রই তিনি বৈশাখ বলেছেন- মনে হয় 'গ্রীষ্ম' শব্দটি সম্ভবত তাঁর কাছে কোনো অর্থে "সুখশ্রাব্য" ছিল না। তাই বৈশাখ শব্দের দ্বারাই তিনি গ্রীষ্মের অন্তঃস্বভাব পরিস্ফুট করেছেন। তবে তিনি গ্রীষ্মের প্রতি বিরূপ ছিলেন তারও প্রমাণ মেলেনি কিন্তু।

(ক্রমশ ...)

কবিতা

রবীন্দ্রনাথ

পশুপতি ভদ্র

ঝাড়ু দেবার সময়,
ঝেঁটিয়ে সব বিদায় নিলে নোবেল নিল চোর,
চারিদিকে ঝুল, পায়ে চপ্পলে রাজ্যের ধুলো,
ময়লা, আবর্জনায় মস্ত পাহাড়।

মনে করো এই তো রবি ঠাকুর,
লিখে যাচ্ছে কবিতা, গল্প, নোবেলজয়ী কাব্য,
মিথ্যা নয়, - সত্যি যেন শ্বাসের আওয়াজ,
উঠোন জুড়ে দাপিয়ে দৌড়াচ্ছে বিশ্বকবি!

মন্দ নয়, খাড়ু হাতে ঝাড়ু,
দক্ষ হাত, - ব্যবহারিক সৌন্দর্যে শুভ সকাল,
গৃহস্থে উলুধ্বনি, বেজে উঠল শাঁখ,
ঝলমলে প্রাঙ্গণ, কবি প্রণামে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

জন্মদিনে কবি,
পঁচিশে বৈশাখ, শিশু, বৃদ্ধ, হর্ষধ্বনিতে স্বদেশ,
কর্ম আছে মৃত্যু নেই, কাব্যে তিনি প্রণম্য,
রবীন্দ্রনাথ, - কাব্য মূল্যে বিশ্বকবি।

লে হালুয়া

হরিপদ মাহাতো

লে হালুয়া, চাল ন চুলহা! খাপরি ব'সাঞ যতে উলহা
জামবাটিয়ে হাতওড়ায় বুল যত পারবি ডুবা লুলহা!
চেঁকার ডরে পালায় ন তেঁতল তলেই বাঁসা,
খুজত্যে যাঁয়ে হারাঁয় যাছে ঢুকছে পাড়ন গাসা !
হতে পারিসও হাঁসা, নাইখ এখন রা সা,
কাঁচাও লহে পাকাও লহে, চিহিক চিহিক ডাঁসা।
হুঁড়রিব আর কত? চুড়পিবৈ বা কত?
হুমচ্যে হুমচ্যে দুগনে গেল কমর কাঁখাল যত।
ধন্যি ভাইরে দেশ ! রগদনির নাই শেষ,
খেদড়াঞ খেদড়াঞ রগদাঞ মারে ধন্যি ফিচিক কেস!
আয় দ্যাখে যা, গুষ্টির টাক! গুষ্টির তিন ক্ষেদেই দিব
যত আছে বাদ-বকেয়া হিসাবনিকাশ চুকাঁঞ লিব
নাপতে নাই পাইটা ডাগর! চোরের মায়ের আঁড়রা গলা
লাচতে লারে উঠান বাঁকা ! সয়ব কত ছলা কলা।
সিঁদরা ম্যাঘে বলদ ডরায় যার গহালে আগুন লাগে
ফন্দি করে জাগানো দায় ঘুমায় ঘুমায় যেজন জাগে।

আঁকা তাঁরই ছবি

শ্যামল বণিক অঞ্জন

বিশ্ব ভুবন মাঝে
সুরগুলো তাঁর বাজে
একটা রবির রঙিন আলোয়
এই ধরনী সাজে!
কালজয়ী সব গানে
ঢেউ তুলে মন প্রাণে
বার বার ফিরে আসতে করে
অমর সৃষ্টি টানে!
বিশ্ব কবি রবি
সাহিত্যেরই রবি
ভুবন জুড়ে হৃদয়পুরে
আঁকা তাঁরই ছবি।

রবী শুধু নয়গো রবি

সোমা মুৎসুদ্দী

রবী শুধু নয়গো রবি
দারুণ ছবি আঁকতো
রবীর লেখা গল্প,গানে
প্রাণের ছোঁয়া থাকতো।

রবীর লেখা উপন্যাস ও
নয়তো ছবি আঁকায়
নতুন ভোরের হতো শুরু
প্রজাপতির পাখায়।

বিশ্বকবি, জ্ঞানের রবি
ছড়িয়ে প্রাণে আলো
সেই আলোতে পথ চলতে
লাগছে আমার ভালো।

তোমার কথায় অঞ্জলি দি তোমার জন্মদিনে

বিদ্যুৎ রাজগুরু

আকাশজুড়ে 'আলোকধেনু'
তারায় তারায় ভরা,
তুষারমৌলী পাহাড়চূড়ায়
আলোর ঝরনা ধারা।

ভালোবাসা জীবনসুধায়
আঁধারে প্রেম জ্বলে,
মম চিত্তে সহচরী খুঁজি,
জীবনযাতনা ভুলে।

'কৃষ্ণকলি' খুঁজি আজও
'কালো হরিণ' চোখে,
গাছের আড়ালে লুকিয়ে দেখি
লাজুক ছায়া বুকে।

দুটো পাখিই খাঁচার পাখি
বনের পাখি নাই,
বনের গান ভুলে শুধু
খাঁচার গান গাই।

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'
'দস্যি ছেলে' একা,
বৃষ্টিভেজা দুপুরগুলো
আজকে ভীষণ বোকা।

চিত্ত আজ ভয়ে ভীত
ন্যুব্জ করে শির,
অন্যায় করে "অন্যায় সহে
চাটছে আলোর ক্ষীর।

ভিক্ষার কণা সোনা হয়ে
আর ফিরে না ঘরে,
লুঠ করছে কৃপণ রাজা
নিজের মতো করে।

সাম্রাজ্যবাদ বুনছে জাল
দেশের ছাতনাতলে,
ভণ্ড এখন ধার্মিক সাজে
জীবনের গান ভুলে।

ভেঙে যাবে এক দিন
'সাম্রাজের দেশ -বেড়া -জাল'
খুঁজে পাব সেই দিন
ঘোমটার নিচে সূর্যসকাল।

মানুষের ঘামে ভিজবে
'ধূলামন্দিরের' ভূমি
"দুঃখের রাত্রি" শেষে ফিরে পাব
উপেনের 'দুই বিঘা জমি'।

ঘোষণা

পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কোন লেখকের বা কবির লেখার বিষয়বস্তু, মন্তব্য এবং বক্তব্য একান্তই তার নিজস্ব। এ বিষয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদকের কোন দায় নেই।

রাজ্য

ভাষা নিয়ে বিতর্কে সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৭ মেঃ নতুন প্রজন্মের মন পেতে সোশাল মিডিয়া ট্রেন্ডে নিজেদের ভাসিয়েছে বামফ্রন্ট। গণসংগীত থেকে বেরিয়ে এসে সোশাল মিডিয়ায় নিজেদের ঐতিহ্য বাদ দিয়ে 'টুম্পা সোনা', 'জামাল কুদু'র মতো জনপ্রিয় গানের প্যারোডি তৈরি করেছে সিপিএম। তরুণ প্রজন্মকে কাছে টানতে যা বড়সড় ভূমিকা নিয়েছে বলে মনে করেন বাম কর্মী, সমর্থকরা। সেসব নিয়ে আগেই বঙ্গ সিপিএমের অন্দরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। এবার ভোট প্রচারে সিপিএম নিয়ে এল 'র‍্যাপ'। যা নিয়ে নতুন করে তৈরি হল বিতর্ক। একসময়ে বামেদের প্রচার, জনসংযোগ মানে ছিল গণসংগীত। কত নামীদামি শিল্পীরা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে সেসব গণসংগীত আপাতত ব্যাকফুটে। জায়গা নিয়েছে জনপ্রিয় প্যারোডি, 'র‍্যাপ' গান। চব্বিশের লোকসভা ভোটে সেই গানের ভাষা প্রয়োগ নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হল সিপিএমের অন্দরে। ভাষা ব্যবহার নিয়ে দলের অন্দরেও অনেকে সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। সিপিএমের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে এই র‍্যাপ গানটির নাম 'চল ফোট'। গানের মধ্যে এমন অনেক শব্দ রয়েছে যেগুলি শিক্ষিত-ভদ্র সমাজে উচ্চারণ করে না বাঙালি। এমনটাই বলছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ। দলেরও একাংশের বক্তব্য, বামেদের সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খায় না এই গান। উচ্চারণের অযোগ্য শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই গানটি নিয়ে বিতর্কের দায় অবশ্য কোনও নিতে চাইছেন না সিপিএম নেতৃত্ব।

উচ্চ মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৭ মেঃ বুধবার ৮ মে ২০২৪, ফলপ্রকাশ হবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সূত্রে জানানো হয়েছে, বুধবার বেলা ১টায় ফলাফল ঘোষণা করা হবে। দুপুর ৩টেয় ওয়েবসাইট মারফত ফলাফল দেখতে পারবেন ছাত্রছাত্রীরা। মার্কশিট দেওয়া হবে ১০ মে ২০২৪। কীভাবে ফলাফল দেখবেন পরীক্ষার্থীরা? অনলাইনে রেজাল্ট দেখতে হলে সংসদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে করতে হবে লগ ইন। এছাড়া বেশ কয়েকটি বেসরকারি সংবাদমাধ্যমের ওয়েবসাইটেও দেখা যাবে ফল। ওয়েবসাইটগুলি হল, www.wbchse.wb.gov.in, www.wbresults.nic.in ও www.results.shiksha । পরীক্ষার রেজাল্ট জানার পাশাপাশি এখান থেকেই নিজেদের মার্কশিট ডাউনলোড করতে পারবে পড়ুয়ারা। সংসদ জানিয়েছে, সরকারি ওয়েবসাইটের হোম পেজে ঢুকলেই স্ক্রিনে একটি লেখা দেখতে পাবে পড়ুয়ারা। লেখাটি হল, West Bengal Higher Secondary Examination Results ২০২৪। এতে ক্লিক করলেই খুলে যাবে একটি ফর্ম। তাতে লিখতে হবে রোল নম্বর ও জন্ম তারিখ। এর পর সাবমিট অপশনে ক্লিক করলে স্ক্রিনে চলে আসবে মার্কশিট। যা ডাউনলোড ও প্রিন্ট করতে পারবে ছাত্র-ছাত্রীরা। এসএমএস ও অ্যাপেও রেজাল্ট দেখা যাবে। ২০২৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয় ১৬ ফেব্রুয়ারি, শেষ হয়েছে ২৯ ফেব্রুয়ারি। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষের পর এবার ফলাফল প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছেন রাজ্যের লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থী-সহ তাদের অভিভাবকরা, তারপর আবার কলেজে ভর্তি।

কমিশনের কাছে জমা পড়ল অভিযোগের পাহাড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৭ মেঃ লোকসভা ভোটের তৃতীয় দফা ভোট শুরু হতেই একের পর এক অভিযোগ আসতে শুরু করেছে চারটি লোকসভা ভোটের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে। কোথাও বোমাবাজি আবার কোথাও ভোটারকে ভোটদানের বাধা। কোথাও আবার এজেন্টকে না বসতে দেওয়ার অভিযোগ! মুর্শিদাবাদের সিপিএম প্রার্থী মহম্মদ সেলিম ছুটে বেড়ালেন এক বুথ অন্য বুথে। অভিযোগ শুনলেন গ্রামবাসীদের। আবার কোথাও বিজেপির প্রার্থীকে সংবাদমাধ্যমের সামনে ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগ। একের পর এক অভিযোগে কমিশন যেন অভিযোগের পাহাড়ে পরিণত হলো। রাণীনগর থেকে বোমাবাজির খবর পাওয়া গিয়েছে। তৃণমূল কর্মীর বাড়ির সামনে বোমা পড়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে কিউআর টিম। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সকাল থেকে মুর্শিদাবাদ থেকেই সবচেয়ে বেশি গণ্ডগোলের খবর পাওয়া গিয়েছে। ভোটের দিন সকালে কংগ্রেস নেতার বাড়িতেও বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে চার কেন্দ্র মিলিয়ে কয়েকশ অভিযোগ জমা পড়েছে। আহিরণে বিজেপি প্রার্থী ধনঞ্জয় ঘোষের সঙ্গে রঘুনাথগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতির বচসা ও হাতাহাতি। প্রার্থী নিজের বুথে ভোট দিতে এলে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সামনেই দু'পক্ষের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়। মুর্শিদাবাদের অজগরপাড়ার ৪৪ নম্বর বুথের ঘটনা। এই বিষয়ে প্রার্থীর বক্তব্য, পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপির এজেন্ট বসতে না দিয়ে ভোট লুঠ করেছিল তৃণমূলের ওই নেতা। এবার তা করতে না দেওয়ায় হতাশায় নাটক করছে। অন্যদিকে রাণীনগর থেকে বোমাবাজির খবর পাওয়া গিয়েছে। তৃণমূল কর্মীর বাড়ির সামনে বোমা পড়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে কিউআর টিম। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সকাল থেকে মুর্শিদাবাদ থেকেই সবচেয়ে বেশি গণ্ডগোলের খবর পাওয়া গিয়েছে। ভোটের দিন সকালে কংগ্রেস নেতার বাড়িতেও বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে। ভোট শুরুর মুহূর্তে ইভিএম বিকল জলঙ্গির টিকরবাড়িয়াতে। বুথ নম্বর ১৯৭। পাশাপাশি ইভিএম বিভ্রান্তের ঘটনা ঘটেছে ফরাক্কা ব্লকের কালীমন্দির এলাকার ১৮ নম্বর বুথেও।

'একটা আসন হলেও এবার বেশি পাব'ঃ সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৭ মেঃ দলের মধ্যে বিক্ষুব্ধ কাঁটা যে অস্বস্তিতে রাখছে তা অস্বীকার করলেন না বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বাঁকুড়া-সহ একাধিক জায়গায় নির্দল ও বিক্ষুব্ধদের বিষয়টি কার্যত মেনে নিয়েই সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তাঁর মন্তব্য, "একটু সমস্যা হচ্ছে। সবার লক্ষ্য থাকে এমপি-এমএলএ হওয়ার। যে টিকিট পায় না তার দুঃখ হয়। কেউ কেউ 'ওভার রিঅ্যাক্ট' করে ফেলছে।" এর পরই অবশ্য সুকান্তর দাবি, "পার্টি বড় হচ্ছে। বয়ঃসন্ধিকালে একটু সমস্যা হয়।" বিজেপির বাঁকুড়া জেলার প্রাক্তন সভাপতি জীবন চক্রবর্তী নির্দল প্রার্থী হয়েছেন। কাঁথি ও তমলুকেও নির্দল কাঁটা রয়েছে। বিক্ষুব্ধরা অনেকেই বসে গিয়েছেন। এ প্রসঙ্গেই সুকান্ত বলেন, "রাজনীতিতে যিনি নেতৃত্ব দেন তাঁর বিরোধী থাকবে। বাঁকুড়ার জীবন চক্রবর্তী দিলীপ ঘোষের সময়ই সাসপেন্ড ছিলেন।" দার্জিলিংয়ে দলের বিদ্রোহী বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা নির্দল প্রার্থী হয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে এখনও বিজেপি কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। সুকান্তর কথায়, "বিষ্ণু প্রসাদ এখন এমএলএ আছেন। পরেরবার টিকিট পাবেন না আর।" বিজেপির রাজ্য সভাপতি এদিন দাবি করেন, "এবার লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় তৃণমূলের থেকে একটি আসন হলেও বেশি পাবে বিজেপি। আর সেটা হলে আগামী বিধানসভা ভোট এগিয়ে আসবে।" বিধানসভা ভোট এগিয়ে আসা প্রসঙ্গে সুকান্তর এই ভবিষ্যৎবাণী নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছিলেন, বাংলায় বিজেপি তৃণমূলের থেকে বেশি আসন পেলেও সরকার ভাঙার কোনও বিষয় নেই। বিধানসভা ভোট যথাসময়ে হবে। কিন্তু সাংবাদিক বৈঠকে সুকান্ত দাবি করলেন, লোকসভা ভোটে তৃণমূলের থেকে বেশি আসন পাবে বিজেপি। বিধানসভা ভোটও এগিয়ে আসবে। সুকান্ত বলেছেন, "বিজেপি সরকার ভাঙায় বিশ্বাসী নয়। কিন্তু সরকার যদি এমনি এমনি পড়ে যায়, তাহলে আর কী হবে।" সন্দেশখালির স্টিং ভিডিও প্রসঙ্গে প্রথমে সুকান্ত এদিন বলেন, "ভিডিওটি সঠিক নয়। আর যদি তর্কের খাতিরেও ধরে নিই যে ওই ভিডিও ঠিক, তা হলেও ব্যাপারটা মিলছে না। এক হাজার মহিলা নির্যাতনের কথা হলফনামা দিয়ে আদালত ও সিবিআইকে জানিয়েছেন। তা হলে ওই একজনের কথা ধরবেন, না কি হাজার হাজার মহিলা যে অভিযোগ করেছেন সেটা ঠিক বলবেন।" পরে সুকান্তর দাবি, "সন্দেশখালির ভিডিওটি ফেক। ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে তৃণমূল এই ভিডিও বানিয়েছে।" তৃণমূল সরকারের জনপ্রিয় প্রকল্প লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, "আমরা রাজ্যে ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নাম বদলে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার হবে। অর্থ তিনগুণ বাড়ানো হবে।" একসময় বিজেপি নেতারা এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সমালোচনা করলেও তার জনপ্রিয়তার কথা ভেবে সুকান্ত কার্যত সেই প্রকল্পকে পরোক্ষে মান্যতা দিলেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

'মিমটা কে বানিয়েছেন নাম-ঠিকানা বলুন'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৭ মেঃ মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে মিম বানানোর জের। কলকাতা পুলিশ এবার কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে। কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে বলা হয়েছে যারা এই কাজ করেছেন তাদের পরিচিতি ও ঠিকানা জানাতে হবে। কলকাতা পুলিশ একটি টুইটের জবাবে বলেছে, আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে আপনি অবিলম্বে আপনার নাম আর বাড়ির ঠিকানা জানান। যদি আপনি তথ্য না জানান তবে ৪২ সিআরপিসিতে আপনার বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। খবর এনডিটিভি সূত্রে। তবে এবারই প্রথমবার পুলিশ মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে নানারকম কার্টুন ও মিম তৈরির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিচ্ছে তা নয়। এর আগেও তার নজির রয়েছে। ২০২২ সালে একজন ইউটিউবারকে নদিয়া থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে মিম বানিয়েছিলেন। সেই অভিযোগে আরও সাতজনের নাম ছিল। ২০১৯ সালে বিজেপির এক যুব নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর একটি বিকৃত ছবি ফেসবুকে পোস্ট করেছিলেন। তবে এই প্রসঙ্গে অনেকের ২০১২ সালের সেই ঘটনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। যখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর অম্বিকেশ মহাপাত্রকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তিনি মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কিত একটি কার্টুনকে ফরোয়ার্ড করেছিলেন। সেই সময় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল। কেন এভাবে সাধারণ মানুষের মতামত প্রকাশের অধিকারকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অনেকেই। তবে কেবলমাত্র মমতার বিরুদ্ধে কার্টুন ফরোয়ার্ড করে গ্রেফতার হতে হয়েছে এমনটা নয়। দেখা গিয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তেই নেতাদের নিয়ে 'মজা' করলেই তার ফলাফল ভয়াবহ হতে পারে। শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে, তামিলনাড়ুর জয়ললিতা সর্বত্র এই ঘটনা দেখা গিয়েছে অতীতে। লোকসভা ভোট একেবারে মধ্যগগনে। এদিকে লোকসভা ভোটের একটা বড় হাতিয়ার হল সোশ্যাল মিডিয়া। কিছু হলেই তা পোস্ট করা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তা নিয়ে কথাও কিছু কম হচ্ছে না। এবার একেবারে কড়া ব্যবস্থা নিতে চলেছে কলকাতা পুলিশ।

মহুয়ার পথ অনেক কঠিন এবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৭ মেঃ পড়াশোনা বিদেশে। সেখানে চাকরিও করতেন। তারপর দেশে ফিরে কংগ্রেসে যোগদান। দল বদলে তৃণমূলে আসা। বিধায়ক হওয়া। আর উনিশের লোকসভা নির্বাচনে জিতে সংসদে যাওয়া। কিন্তু, কয়েক মাস আগে টাকার বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন তোলার অভিযোগে তাঁর সাংসদ পদ খারিজ হয়ে যায়। চব্বিশের নির্বাচনে ফের কৃষ্ণনগর থেকে তাঁকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। এবারও এই আসনে ঘাসফুল ফোটাতে পারবেন মহুয়া মৈত্র? এই নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণের মধ্যেই নজর দেওয়া যাক তাঁর হলফনামায়। কত সম্পত্তি রয়েছে মহুয়ার? পড়াশোনাই বা কতদূর? নির্বাচনী হলফনামা জমা দেওয়ার সময় মহুয়ার হাতে নগদ ছিল ৫০ হাজার টাকা। একাধিক ব্যাঙ্কে সেভিংস অ্যাকাউন্ট রয়েছে মহুয়ার। কৃষ্ণনগর, কলকাতা এবং দিল্লির পাশাপাশি বিদেশেও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থীর। লন্ডনে একটি ব্যাঙ্কে সেভিংস অ্যাকাউন্ট রয়েছে তাঁর। ওই অ্যাকাউন্টে তাঁর ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮৫০ টাকা রয়েছে। শেয়ার বাজারেও বিনিয়োগ করেছেন তিনি। তবে ভোটের বাজারে বিদেশে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, ৮০ লক্ষ টাকার হিরের আংটি এই সব সাধারণ মানুষের কাছে বড় প্রশ্ন চিহ্ন। বিরোধীদের কাছে মহুয়ার বিরুদ্ধে প্রচারের বড় অস্ত্র তাঁর জীবন শৈলী। বছর উনপঞ্চাশের মহুয়া হলফনামায় ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষ পর্যন্ত আয়ের হিসেব দিয়েছেন। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে মহুয়ার আয় ছিল ১২ লক্ষ ৭ হাজার ৫৪১ টাকা। আগের অর্থবর্ষে তাঁর আয় ছিল ১১ লক্ষ ৮১ হাজার ৫৭৮ টাকা।

ক্রীড়া-সংবাদ

এমবাপ্পে-জাদু দেখার অপেক্ষায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৭ মেঃ এ মুহূর্তে কেউ প্যারিসে গেলে চমকে উঠতে পারেন। মনে হতে পারে, প্যারিস নয়, পথ ভুলে চলে এসেছেন পিএসজি নামে ফুটবলের কোনো শহরে। কেউ যদি এমন মনে করেন, তাঁকে কোনোভাবেই দোষ দেওয়ার সুযোগ নেই। গোটা শহরেই যে এখন ফুটবলের রং লেগেছে। প্যারিসের স্মৃতিস্তম্ভগুলো এখন যেন পিএসজিময়। গোটা শহর প্রস্তুতি নিচ্ছে মহাগুরুত্বপূর্ণ এক ম্যাচের। চ্যাম্পিয়নস লিগে সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগের এই ম্যাচে আজ রাতে পিএসজি আতিথ্য দেবে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে। প্রথম লেগে ডর্টমুন্ডের মাঠে ১-০ গোলে হেরেছে পিএসজি। ফাইনালে যেতে আজ রাতে পিএসজির তাই জিতলেই শুধু হবে না; বরং ব্যবধানটা হতে হবে একাধিক গোলের। কাজটা পিএসজির জন্য কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়। ডর্টমুন্ড ম্যাচ সামনে রেখে প্যারিসে উৎসবের প্রস্তুতি কি জের বিদায়ের সুরটাও কি শুনতে পাচ্ছেন তিনি? শুনলে সেটি মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ২০১৭ সালে মোনাকো ছেড়ে পিএসজিতে আসেন এমবাপ্পে। এরপর গত কয়েক বছরে হয়ে উঠেছেন 'ডার্লিং বয় অব প্যারিস'। ২০১৮ সালে তিনিই সোনার বিশ্বকাপটা বয়ে মস্কো থেকে প্যারিসে নিয়ে এসেছিলেন। এরপরও এমবাপ্পের ওপর প্যারিসবাসীর অভিমান কম নয়! শহরের ক্লাবটিকে যে কখনো ইউরোপ-সেরা বানাতে পারেননি এমবাপ্পে। এবার না পারলে হয়তো কখনোই আর নয়! এ মৌসুম শেষেই যে তাঁর পিএসজি ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদে যাওয়ার জোর গুঞ্জন। খবরটি আনুষ্ঠানিক না হলেও ইউরোপিয়ান সংবাদমাধ্যমগুলো খবরটির ওপর সিলমোহর লাগিয়ে দিয়েছে। প্যারিসবাসীর মুখে হাসি ফোটানোর এটাই তাই এমবাপ্পের শেষ সুযোগ। ডর্টমুন্ডের মাঠে প্রথম লেগের ম্যাচটাতেও সবাই তাকিয়ে এমবাপ্পের দিকে। কিন্তু সেদিনের ম্যাচে ফরাসি তারকাকে ম্লান করে সব আলো নিজের দিকে টেনে নেন ডর্টমুন্ডের ইংলিশ ফরোয়ার্ড জেডন সানচো। ম্যাচজুড়ে পিএসজি খেলোয়াড়দের নিয়ে একাই নাকাল করে ছেড়েছিলেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে ব্রাত্য হয়ে পড়া সানচো। সেদিন পারেননি এমবাপ্পে, কিন্তু আজ না পারার সুযোগ নেই! আজ না পারা মানে পিএসজিতে এমবাপ্পে-অধ্যায় ব্যর্থতায় শেষ হওয়া। অসংখ্য ম্যাচে প্যারিসকে আনন্দে মাতিয়ে তোলা এমবাপ্পে হয়তো নিজের এমন হতাশাজনক পরিণতি দেখতে চাইবেন না। বিদায়ের আগে প্যারিসবাসীকে তাঁদের শেষ উপহারটুকু দিয়ে যেতে চাইবেন। শুধু এমবাপ্পেই নন, প্যারিসের এ ম্যাচে জীবন বাজি নিয়ে লড়তে চান বাকিরাও। গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মা বলেছেন, 'আমরা সবকিছু উজাড় করে দেব। দলের সবাই ফাইনালে যেতে নিজেদের সেরাটা দিয়ে খেলবে।'

ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে নেমেছিলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৭ মেঃ দুই দলের খেলোয়াড়েরা যখন টানেল থেকে বের হয়ে মাঠের দিকে যাচ্ছিলেন, ক্যামেরা বারবার চলে যাচ্ছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-ক্রিস্টাল প্যালেস ম্যাচের রেফারি জ্যারেড জিলেটের দিকে। তাঁর কানের দিকটাতে যে বিশেষ একটা জিনিস দেখা যাচ্ছিল। এমনিতে ম্যাচ পরিচালনা করতে নামা রেফারিদের কানে থাকে ভিএআর রেফারি বা সংশ্লিষ্ট অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করার যন্ত্র। কিন্তু জিলেটের কানের দিকে বাড়তি একটা যন্ত্রও দেখা যাচ্ছিল। সেটি একটি ভিডিও ক্যামেরা। প্রিমিয়ার লিগের কোনো ম্যাচে এই প্রথম রেফারিকে ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে নামতে দেখা গেছে। কিন্তু ইউনাইটেড-প্যালেস ম্যাচে কেন রেফারি ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে নেমেছিলেন? বিবিসি তাদের প্রতিবেদনে লিখেছে, রেফারি জিলেটের কাছে থাকা এই ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে সংগ্রহ করা ফুটেজ একটি বিশেষ প্রোগ্রামে ব্যবহার করা হবে, যেখানে রেফারি প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচ পরিচালনা করার সময় কোন ধরনের ঘটনা ঘটে, দেখানো হবে সেটা। এর আগে এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে জার্মান রেফারি ড্যানিয়েল শ্লাজার বুন্দেসলিগায় আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট ও ভলসবুর্গ ম্যাচে একই ধরনের ক্যামেরা নিয়ে ম্যাচ পরিচালনা করতে নেমেছিলেন। সেই ক্যামেরায় ধারণ করা ফুটেজ 'রেফারিজ মিক'ড-বুন্দেসলিগা' প্রোগ্রামে ব্যবহার করা হয়েছিল। গত বছর সামার সিরিজে যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়াতেও রেফারি রব জোন্স 'রেফক্যাম' নিয়ে চেলসি-ব্রাইটন ম্যাচ পরিচালনা করেছিলেন। প্রিমিয়ার লিগে অভিনব ঘটনার এই ম্যাচে প্যালেসের কাছে ৪-০ গোলে হেরেছে ইউনাইটেড। এই হারের পর ৩৫ ম্যাচে ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম স্থানে আছে এরিক টেন হাগের দল। আগামী মৌসুমে ইউরোপা লিগে জায়গা করে নেওয়ার লড়াইয়ে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে তারা।

কারণটা বুঝতে পেরেছেন ফ্রেজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৭ মেঃ জেইক ফ্রেজার-ম্যাগার্কের অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে না থাকা নিয়ে অনেকেই কথা বলছেন। অধিনায়ক মিচেল মার্শসহ সবার কথারই মূল সুর এমন—ফ্রেজার-ম্যাগার্ক পারফর্ম করেছেন, তবে অস্ট্রেলিয়া দলে এখন যাঁরা খেলছেন, তাঁদের সবাই পারফর্ম করে যাচ্ছেন। তাই হুট করেই তাঁর দলে ঢোকার সুযোগ নেই। উইলো টক পডাকাস্টে বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়া নিয়ে কথা বলেছেন ফ্রেজার-ম্যাগার্কও। তাঁর কথার সুরও অনেকটা এমনই। এবারের আইপিএলে ফ্রেজার-ম্যাগার্ক ৬ ইনিংসে ব্যাট করেছেন। স্ট্রাইক রেট ২৩৩, ফিফটি পেয়েছেন ৩ ম্যাচে। ১৫ বলে ফিফটি করেছেন দুবার। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলা হয়নি। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে যে দুটি ওয়ানডে খেলেছেন, সেখানেও প্রতিভার ছাপ রেখেছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে একটি ম্যাচে খেলেন ১৮ বলে ৪১ রানের ইনিংস। কিন্তু এরপরও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ১৫ সদস্যের দলে জায়গা পাননি লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরির মালিক ফ্রেজার-ম্যাগার্ক। মূলত আইপিএলের আগে তিনি আলোচনাতে ছিলেন না। তবে আইপিএলে এমন বিধ্বংসী পারফরম্যান্স তাঁকে আলোচনায় নিয়ে আসে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া ভরসা রেখেছে পুরোনোদের ওপরই। ফ্রেজার-ম্যাগার্কও বিষয়টি অনুধাবন করেছেন, 'বিষয়টি (বাদ পড়া) দুভাবে দেখা যায়। বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পেতে আমি কী করেছি, সেটা দেখতে পারেন। অন্যভাবে দেখলে, দেখুন এক-দেড় মাস আগে আমি কিন্তু কোনো আলোচনাতেই ছিলাম না। তাই এটা আমাকে খুব বেশি কষ্ট দেয়নি। কারণ, আমি ওই জায়গাটা অর্জন করেছি, সেই ভাবনাটা আমার মধ্যে ছিল না। বিশ্বকাপ ক্রিকেট আইপিএল থেকে অনেক ভিন্ন।' ফ্রেজার-ম্যাগার্ক যোগ করে বলেছেন, 'আমি নিজেকে ব্যাটিং অর্ডারের ৫-৬ নম্বরে দেখি না, সেখানে টিম ডেভিড, ক্যামেরন গ্রিনরা থিতু। এই বিষয়ে আমি এভাবেই ভাবি। স্কোয়াড কেমন হতে পারে, সেটা তারা হয়তো এক-দেড় মাস আগেই আন্দাজ করেছিল'।

নাইট রাইডার্সের বিমান যে কারণে নামতে পারেনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৭ মেঃ একবার নয়, কলকাতায় বিমানবন্দরে নামতে গিয়ে দুবার ফিরে যেতে হয়েছে নাইট রাইডার্সের খেলোয়াড়দের বহন করে আনা উড়োজাহাজকে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের খেলোয়াড়দের নিয়ে ভাড়া করা বিমানটি এসেছিল লক্ষ্ণৌ থেকে। ভারতরত্ন শ্রী অটল বিহারি বাজপেয়ী একানা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গত পরশু লক্ষ্ণৌয়ের বিপক্ষে রাতের ম্যাচটি খেলেছে কলকাতা। ৯৮ রানে জেতা ম্যাচ শেষে পরশু লক্ষ্ণৌয়েই থেকে গিয়েছিল তারা। কাল সন্ধ্যায় ভাড়া করা বিমানে করে ফেরার সময় কলকাতার দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণেই এমনটা হয়েছে। স্থানীয় সময় সন্ধ্যা পৌনে ছয়টায় লক্ষ্ণৌ থেকে রওনা দেয় কেকেআর। কলকাতা গিয়ে প্রথমবার নামতে না পেরে উড়োজাহাজটি চলে যায় আসামের গুয়াহাটিতে। রাত পৌনে নয়টায় খবরটি কলকাতা নাইট রাইডার্স তাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দিয়েছে এভাবে, 'দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে কেকেআরের ভাড়া করা উড়োজাহাজটি পথ বদলে গুয়াহাটিতে। আমরা এইমাত্র এখানে নামলাম।' গুয়াহাটিতে উড়োজাহাজটি ঘণ্টাখানেক থাকার পর কলকাতা থেকে খবর যায়, প্রকৃতি শান্ত হয়েছে। তখন আবার কলকাতায় রওনা হয় উড়োজাহাজ। কিন্তু দ্বিতীয়বারও তারা কলকাতায় নামতে পারেনি। কলকাতা নাইট রাইডার্স রাত সোয়া একটায় জানায় সেই খবর,' গুয়াহাটি থেকে কলকাতায় রাত ১১টায় নামার কথা ছিল। কিন্তু বেশি কয়েকবার চেষ্টা করেও খারাপ আবহাওয়ার কারণে সেটি সম্ভব হয়নি। এখন দিক বদলে আমরা বারানসিতে (বেনারস) যাচ্ছি।' কলকাতা নাইট রাইডার্স দল যখন বারানসিতে পৌঁছায়, তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। অন্যদিকে কলকাতার প্রকৃতি তখনো সেভাবে শান্ত হয়নি। তাই রাতে আর কলকাতায় ফেরেনি তারা। রাতটা সেখানেই কাটিয়ে পরের দিন, মানে আজ ফিরবে বলে জানিয়ে দেয় নাইট রাইডার্স। বারানসি থেকে কাল গভীর রাতে সর্বশেষ পোস্টটি করেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স, 'রাত ৩টার আপডেট: রাতে থাকার জন্য কেকেআর দল বারানসির হোটেলে উঠবে'।

আলাদা পরিকল্পনা নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৭ মেঃ ৫১.৭৬—টি-টোয়েন্টিতে বিরাট কোহলির গড় এটি। বোঝাই যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে কোহলি রান করতে ব্যর্থ হন খুব সামান্যই। এরপরও কিছু প্রতিপক্ষের বিপক্ষে কোহলি আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠেন। পাকিস্তান সেসব প্রতিপক্ষের একটি। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে পাকিস্তানের বিপক্ষে কোহলির গড় ৮১.৩৩। দুই দলের সর্বশেষ দেখাতেও একা কোহলির কাছেই হেরেছিল পাকিস্তান। এবারও বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান একই গ্রুপে। কোহলিকে থামাতে আলাদা কি পরিকল্পনা করছে পাকিস্তান? অধিনায়ক বাবর আজম গতকাল এই প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য জানিয়েছেন কোহলির বিপক্ষে আলাদা কোনো পরিকল্পনা করছেন না তারা। কোহলি পরিকল্পনাতে আসবেন দলীয় পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই। টি-টোয়েন্টিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে কোহলি ম্যাচ খেলেছেন ১০টি। ১০ ইনিংসে ফিফটিই করেছেন ৫টিতে। সর্বশেষ এই দুই দলের দেখা হয়েছিল ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। মেলবোর্নে হওয়া সেই ম্যাচে অপরাজিত ৮২ রানের ইনিংস খেলে কোহলি ম্যাচ জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন। এবারও বিশ্বকাপের আগে কোহলি আছেন দুর্দান্ত ছন্দে। ১১ ইনিংসে ৫৪২ রান করে এখন পর্যন্ত আইপিএলে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক তিনি। এমন কাউকে নিয়ে হয়তো আলাদা পরিকল্পনা আছেই বাবরের দলের। হয়তো ফাঁস করতে চাইছেন না। সে কারণেই গতকাল আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্য দেশ ছাড়ার আগে বাবর বলেছেন, 'দল হিসেবে তাদের শক্তিমত্তা বিবেচনায় নিয়ে আপনি সব সময়ই অন্য দল নিয়ে পরিকল্পনা করেন। আমরা কোনো খেলোয়াড়কে নিয়ে আলাদা পরিকল্পনা করছি না। আমরা ১১ জন নিয়েই পরিকল্পনা করি।' এবারের বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হবে নিউইয়র্কে। নতুন এই মাঠ দুই দলের জন্যই অপরিচিত। বাবর বলেছেন, 'আমরা নিউইয়র্কের কন্ডিশন সম্পর্কে খুব বেশ জানি না, আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে পরিকল্পনা করা হবে। কোহলি অন্যতম সেরা ক্রিকেটার, সে হিসেবে তাঁকে নিয়ে পরিকল্পনা করা হবে।' বিশ্বকাপের জন্য পাকিস্তান এখনো দল ঘোষণা করেনি। তবে আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য ১৮ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এক বিজ্ঞপ্তিতে পিসিবি জানিয়েছে, এই ১৮ জন থেকে ৩ জন কমিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড সাজানো হবে। সর্বশেষ নিউজিল্যান্ড সিরিজে পাকিস্তান বেশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। বিশ্বকাপের আগে আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সফরে ৭ টি-টোয়েন্টি খেলবে পাকিস্তান দল, সেখানে পরীক্ষার সুযোগ দেখছেন না বাবর, ' বিশ্বকাপ কাছেই, এখন অদলবদলের জন্য পর্যাপ্ত সময় নেই। বিশ্বকাপের আগে যেসব ম্যাচ বাকি আছে, সেখানে আমরা বিশ্বকাপে যে দলটা খেলাতে চাই, তাদের সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করব। আমরা আমাদের সেরা একাদশ নিয়ে বাকি ম্যাচগুলো খেলব।' বাবর আজম, মোহাম্মদ রিজওয়ান, শাহিন আফ্রিদির মতো তারকাদের সঙ্গে কাজ করতে মুখিয়ে আছেন তিনি।

বক্স অফিস

খিলাড়ির খেল কাণ্ড দেখে হতবাক সবাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৭ মেঃ দেখুন অবস্থা। চরম রোদে যখন সবাই নাজেহাল। ঠিক তখন সূর্যর দিকে বুক চিতিয়ে বসে আছেন অক্ষয় কুমার। জলি এলএলবি ৩-এর শুটিংয়ে এমনই কাণ্ড করে ফেললেন অক্ষয়। যা দেখে হতবাক অনুরাগীরা। সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে অক্ষয় কুমারের একটি ভিডিও। যেখানে দেখা গিয়েছে আজমেঢ়ের চরম গরমে রোদে একটানা বসে রয়েছেন অক্ষয়। জানা গিয়েছে, শুটিংয়ের আগে আজমেঢ়ের গরমের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার জন্যই নাকি সান বাথ নিচ্ছিলেন অক্ষয়। ২০১৩ সালে মুক্তি পায় আরসাদ ওয়ারসি অভিনীত ছবি 'জলি এলএলবি'। ছবিটি বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিল। এরপরই অক্ষয় কুমারকে সঙ্গে নিয়ে ২০১৭ সালে মুক্তি পেল 'জলি এলএলবি টু'। এই ছবিও প্রশংসিত হয়। বলিউড সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, গত ২৯ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে 'জলিএলএলবি ৩' ছবির শুটিং। সূত্রের খবর অনুযায়ী, ছবির গল্পে মুখোমুখি সংঘর্ষ বাঁধবে দুই জলির মধ্যে। থাকছে বিচারপতি সৌরভ শুক্লার চরিত্রই। সব ঠিকঠাক চললে ২০২৪ সালের শেষের দিকে মুক্তি পাবে এই ছবি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অক্ষয় বলেছেন, "বলিউডের দুঃসময়ের জন্য পুরোটাই দায়ী তিনি। অক্ষয়ের কথায়, "হিন্দি ছবি চলছে না, এই দোষ আমার এবং বলিউডের সঙ্গে যুক্ত সবার। দর্শকদের এ ব্যাপারে কোনও দোষ নেই। আমার মনে হয় সময় এসেছে নিজেকে পরিবর্তন করার। দর্শকরা ঠিক কী দেখতে চাইছেন সেটা আগে বুঝতে হবে। না হলে আমাদের বলিউড একেবারে ডুবে যাবে।"

ডিপফেকের ফাঁদে এবার সামান্থা রুথ প্রভু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৭ মেঃ এবার ডিপফেকের ফাঁদে পড়লেন দক্ষিণী তারকা সামান্থা রুথ প্রভু। সোশাল মিডিয়ায় আচমকাই ভাইরাল সামান্থার তোয়ালে পরা একটি ছবি। যা দেখে রীতিমতো হতবাক অনুরাগীরা। প্রথমে নেটিজেনদের একাংশ মনে করছিলেন, হয়তো ভাইরাল হওয়া ছবি সত্যিই সামান্থার। তবে পরে, টের পাওয়া যায়, রশ্মিকা, আলিয়া, প্রিয়াঙ্কাদের মতো সামান্থাও পড়েছেন ডিপফেকের কবলে। জানা গিয়েছে ইতিমধ্যেই এই ডিপফেক কাণ্ড নিয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছে পুলিশে। আর এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সামান্থার এক ফ্যানক্লাবের তরফ থেকেই। তবে এই নিয়ে এখনও মুখ খোলেননি সামান্থা। দক্ষিণী ছবিতে দীর্ঘদিন ধরে অভিনয় করছেন সামান্থা। সারা ভারতের দর্শকের কাছে তিনি প্রশংসা পান 'দ্য ফ্যামিলি ম্যান ২' সিরিজের মাধ্যমে। সিরিজে রাজির ভূমিকায় অভিনয় করেন সামান্থা। এর জন্য একাধিক পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। 'পুষ্পা: দ্য রাইজ' সিনেমায় সামান্তার আইটেম নাচও তুমুল জনপ্রিয় হয়। শোনা যায়, ২০১০ সালে তেলুগু সিনেমা 'ইয়ে মায়া চেসাভে'র সেটে সামান্থা

ও দক্ষিণি সুপারস্টার নাগার্জুনের ছেলে নাগা চৈতন্যর প্রেম শুরু হয়। ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁদের বাগদান হয়। সে বছরেরই অক্টোবর মাসে ধুমধাম করে হয় বিয়ে। বিয়ের পর সামান্থা আক্কিকেনি পদবী ব্যবহার করতেন। কিন্তু ২০২১ সালের জুলাই মাসে সোশাল মিডিয়া প্রোফাইল থেকে এই পদবী বাদ দেন। তখন থেকেই নাগা-সামান্থার বিচ্ছেদের জল্পনা শুরু হয়ে যায়। রটনা ঘটনায় পরিণত হয় সে বছরের অক্টোবরে। আলাদা হওয়ার কথা জানান দুই তারকা।

আবার ভারতীয় ছবিতে গাইছেন আতিফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৭ মেঃ ভারতে পাক শিল্পীদের কাজ করা নিয়ে নানা মত। কেউ এর পক্ষে, আবার এর বিপক্ষে। পুলওয়ামা কাণ্ডের পর থেকেই বলিউড বা ভারতীয় সিনেমায় পাক শিল্পীদের কাজ বন্ধ। জারি করা হয়েছিল নিষেধাজ্ঞা। যদিও এই নিষেধাজ্ঞা সুপ্রিম কোর্টে ধোপে টেকেনি। তবে এর পরও পাক শিল্পীদের এদেশের বিনোদুনিয়ায় শাপমোচন হয়নি। ব্যতিক্রম আতিফ আসলম। বলিউড সিনেমায় তাঁর ডাক আগেই এসেছিল। এবার আরেক ভারতীয় সিনেমায় গান গাইবেন পাক গায়ক। এর আগে জানা গিয়েছিল, 'লাভ স্টোরি অফ নাইনটিস' সিনেমার জন্য গান রেকর্ড করে ফেলেছেন আতিফ। এবার খবর, দক্ষিণী সিনেমায় প্রথমবার গান গাইছেন পাক গায়ক। মালয়ালম সিনেমা 'হাল'-এর জন্য একটি গান রেকর্ড করবেন তিনি। খুব সম্ভবত গানটি হিন্দিতেই গাইবেন তিনি। প্রশান্ত বিজয়কুমারের পরিচালনায় তৈরি 'হাল'-এ মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে অভিনেতা শেন নিগমকে। ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন নান্দাগোপান ভি। আতিফের সঙ্গে ছবিও শেয়ার করেছেন তিনি। এদিকে পাকিস্তানি শিল্পী আতিফ আসলামের জন্য কেন লাল গালিচা বিছিয়ে দিচ্ছেন বলিউড প্রযোজকরা? তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল রাজ ঠাকরে নবনির্মাণ সেনা। সেনার সিনেমা বিভাগের প্রেসিডেন্ড অমিয়া খোপকার ফেব্রুয়ারি মাসে বলেছিলেন, "যে বা যাঁরা পাকিস্তানি শিল্পীদের দিয়ে কাজ করানোর জন্য উৎফুল্লিত হয়ে উঠেছেন, তাঁদের একেবারে নিজের জায়গা দেখিয়ে দেব। ভারতে পাক শিল্পীদের কিছুতেই বরদাস্ত করব না। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আমাদের আবারও একই কথা বলতে হচ্ছে সকলকে অতীত ঘটনা স্মরণ করানোর জন্য।" বর্ষীয়ান অভিনেত্রী মুমতাজ এপ্রিল মাসে বলেন, "ওদের এখানে কাজ করতে দেওয়া উচিত।"

মাঝগঙ্গায় বিপদে দিতিপ্রিয়া!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৭ মেঃ এবার বৈশাখ পড়তেই তীব্র তাপপ্রবাহে শহরবাসীর প্রাণ ছিল ওষ্ঠাগত। তবে আজ তীব্র দহনজ্বালা থেকে অনেকটাই স্বস্তি পেল শহর কলকাতা। কালবৈশাখীর দাপটের সঙ্গে শহর থেকে জেলাগুলি ভেসেছে প্রবল বৃষ্টিতে। আজ সোমবার শহরবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে ঠিকই তবে তারই মাঝে মাঝগঙ্গায় বিপদে পড়েছেন অভিনেত্রী দিতিপ্রিয়া রায়। এবিষয়ে দিতিপ্রিয়া সন্ধ্যেবেলা জানান, 'ওরে বাবা দুর্ভাগ্যবশত এখন আমি ফ্লোটেলে। সামনে ভয়ানক ছবি দেখছি। পুরো ডেকটা নড়ছে। গঙ্গাবক্ষে বসে এই সময় আমার এক অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে। আমার পরিবারও আমার সঙ্গে। অদ্ভুত লাগছে। ভীষণ ভয় লাগছে। আসলে আমি ভীষণ ভীতু।' তবে নিজে আতঙ্কে থাকলেও শহরবাসী যে খুশি, সেটা অভিনেত্রী দিতিপ্রিয়া রায়ের কাছেও স্বস্তির। তাঁর কথায়, মানুষের কষ্টটা অন্তত কমবে। সানস্ট্রোক, শরীর খারাপ থেকে রেহাই মিলবে। সঙ্গে অভিনেত্রী বলেন, 'গরমে শুটিং করতে যা কষ্ট হচ্ছিল...'। এদিকে দিতিপ্রিয়া রায় যে প্রেম করছেন সেখবর এতদিনে সকলের জানা। প্রেমিকের নাম গোপন করলেও প্রেমের কথা অস্বীকার করেননি অভিনেত্রী। বৃষ্টির সঙ্গে প্রেমের তো এক দারুন অদ্ভুত সম্পর্ক আছে। তবে

দিতিপ্রিয়া হাসতে হাসতে বলেন, তাঁর রোম্যান্স করার মানুষ এখন বাইরে। তাই পরিবারের সঙ্গেই তিনি বিষয়টা উপভোগ করছেন। দিতিপ্রিয়ার কথায়, 'অ্যাডভেঞ্চারাস ব্যাপার। বৃষ্টি, বাজ, ঝড় এই পরিস্থিতিতে আমি মাঝগঙ্গায়, ভাবুন একবার!' প্রসঙ্গত, গত মার্চেই দিতিপ্রিয়া নিজের প্রেমের কথা সামনে আনেন। দোলের দিন নিজের ইনস্টাগ্রামে এক 'মিস্ট্রিম্যান'-এর সঙ্গে আদুরে ছবি পোস্ট করেছিলেন দিতিপ্রিয়া। সঙ্গে লাভ ইমোজি জুড়েছিলেন। ছবিতে দেখা গিয়েছিল সদ্য আবির খেলে খোলা জানালার পাশে তাঁরা দুজনে দাঁড়িয়ে। তাঁদের একে অপরের থেকে চোখ সরছে না। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন দুজনে। ছবি জুড়ে ছড়িয়েছিল প্রেমের গন্ধ। এরপর প্রেমের খবর সত্যি কিনা জানতে অভিনেত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। প্রেমের কথায় মুচকি হেসে দিতিপ্রিয়ার জবাব ছিল, 'হ্যাঁ, আমরা প্রেম করছি।